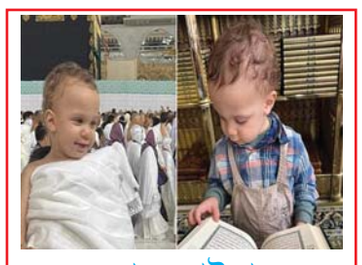

মক্কায় ভাইরাল শিশু হজযাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু

সারে-জমিন

ওবিসি ইস্যুতে সক্রিয় যুব ফেডারেশন

রূপসী বাংলা

সাত রাজ্যের চারটিতেই বিজেপি কেন শূন্য

সম্পাদকীয়

তিস্তায় জলস্ফীতি, বন্ধ হল কালিম্পং দার্জিলিং সড়ক

সাধারণ

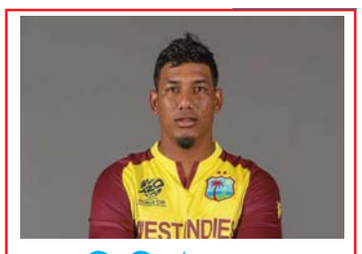

আফ্রিদি, টাকারকে টপকে আইসিসির মাসসেরা মোতি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৪ জুন, ২০২৪
১ আষাঢ় ১৪৩১
৭ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 161 ■ Daily APONZONE ■ 14 June 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

উপনির্বাচনে জোটের ইঙ্গিত নওশাদের, বৈঠকে বসছে বামফ্রন্ট

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে করে লড়ে ভাঙড় আসনে জয় পেয়েছিলেন আইএসএফ সুপ্রিমো পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী। কিন্তু আসন সমঝোতা না হওয়ায় বামেদের সঙ্গে জোট ছাড়াই আইএসএফ সদ্য লোকসভা নির্বাচনে লড়েছিল। তাতে প্রায় ১৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে আইএসএফ বামেদেরকে পিছনে ফেলে তৃতীয় স্থান দখল করেছিল। তার ফলে আইএসএফ উজ্জীবিত হলেও রাজ্যের চারটি আসনে উপনির্বাচনে ফের বামেদের সঙ্গে জোটের বিষয়ে নমনীয় মনোভাব পোষণ করল আইএসএফ। বামেরা চাইলে আসন্ন উপনির্বাচনে আইএসএফ জোট বেধে লড়াই করতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান নওসাদ সিদ্দিকী।

বুধবার বিকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের মাঝেরহাট গ্রামে তাঁর বিধায়ক কার্যালয়ে আসেন নওসাদ সিদ্দিকী। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় "আপনজন" প্রতিনিধির জোট সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে আইএসএফ চেয়ারম্যান বলেন, "আমরা জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে নয়। আমরা লোকসভা নির্বাচনেই চেয়েছিলাম বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিজেপি-তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করি। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় সেটা হয়ে ওঠেনি। উপনির্বাচনে জোটের কোনো প্রস্তাব এখনও অবধি এসে পৌঁছায়নি। প্রস্তাব এলে আইএসএফ বিষয়টি বিবেচনা করবে।" বাম-আইএসএফ নতুন করে জোট এর বিষয়ে নওসাদের ইঙ্গিত সম্পর্কে "আপনজন" প্রতিনিধি প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, বৃহস্পতিবার বামফ্রন্টের বৈঠক রয়েছে। সেখানে বিষয়টি আলোচনা হবে।

উল্লেখ্য, রাজ্যে বিধায়ক শূন্য ৪ টি বিধানসভার উপনির্বাচন ঘোষণা করেছে নির্বাচন আয়োগ। উপনির্বাচন হবে কলকাতার মানিকতলা, উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা, নদিয়ার রানাঘাট দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ। জুলাই মাসের ১০ তারিখে ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোট গণনা করা হবে ১৩ জুলাই।

নিট পরীক্ষার্থীদের গ্রেস মার্কস প্রত্যাহার, ৭২০ শুধু ৬১ জনের

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যে তারা ২০২৪ সালের নিট ইউজি-র ১,৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীর স্কোরকার্ড বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাদের গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছিল। যে ১ হাজার ৫৬৩ জন শিক্ষার্থীকে গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছে, তাদের ২৩ জুন পুনঃপরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এই শিক্ষার্থীদের তাদের প্রকৃত স্কোর (গ্রেস মার্কস ছাড়া) সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তাদের পুনরায় পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হওয়ার বিকল্প দেওয়া হবে। যদি ১,৫৬৩ জন পরীক্ষার্থী পুনঃপরীক্ষায় অংশ নিতে না চান তবে ফলাফলের উদ্দেশ্যে গ্রেস মার্কস ছাড়াই তাদের পূর্ববর্তী নম্বর দেওয়া হবে।

৩০ জুন পুনঃপরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং ৬ জুলাই থেকে এমবিবিএস, বিডিএস, অন্যান্য কোর্সে ভর্তির জন্য কাউন্সেলিং শুরু হবে।

নিট ইউজি-র কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত পুনর্বহাল করল সুপ্রিম কোর্ট।

"কাউন্সেলিং নির্ধারিত সময়েই চলবে এবং কোনও বাধা থাকবে না। পরীক্ষা চলতে থাকলে বাকি সবকিছুও চলবে, তাই চিন্তার কোনও কারণ নেই বলে জানিয়েছে

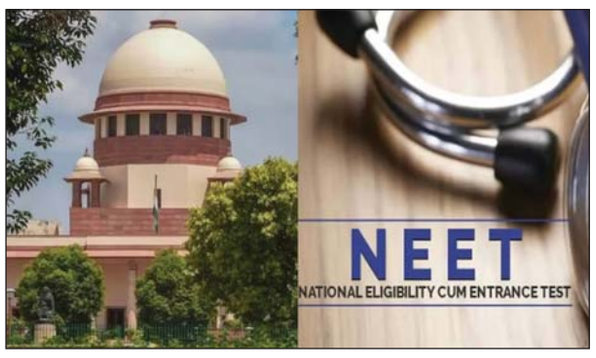

শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে নিট ইউজি- বাতিল করার আবেদনগুলি সহ সমস্ত আবেদন ৮ জুলাই গ্রহণ করা হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং দেড় হাজারেরও বেশি মেডিকেল পরীক্ষার্থীকে গ্রেস মার্কস দেওয়ার মতো অভিযোগগুলি সাতটি হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে প্রতিবাদ ও মামলা দায়ের করেছে।

প্রায় ৬৭ জন শিক্ষার্থী নিখুঁত ৭২০ স্কোর করেছে, যা এনটিএ-র ইতিহাসে নজিরবিহীন। হরিয়ানার ফরিদাবাদের একটি কেন্দ্রের ছয়জন এই তালিকায় রয়েছে, যা অনিয়মের বিষয়ে সন্দেহ বাড়িয়ে তুলেছে। নিট পরীক্ষা নিয়ে হইচইয়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বৃহস্পতিবার বলেছেন যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কোনও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি এবং ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি একটি "বিশ্বাসযোগ্য" সংস্থা।

সুপ্রিম কোর্ট যেদিন বলেছিল যে গ্রেস মার্কস প্রাপ্ত ১৫০০+ শিক্ষার্থীর উপর পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া উচিত। সেদিন প্রধান বলেন গ্রেস মার্কস তুলে নেওয়ার পর যার পরে মোট টপারের সংখ্যা ৬৭ থেকে ৬১ এ নেমে এসেছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং এনটিএ পরিচালিত পরীক্ষার অব্যবস্থাপনার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গঠিত চার সদস্যের প্যানেল, যারা এই ১৫০০+ শিক্ষার্থীর উপর পুনরায় পরীক্ষার সুপারিশ করেছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং টেস্টিং এজেন্সির প্রধান।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টে নিট দুর্নীতি মামলায় অংশ নিয়েছিল ছাত্র সংগঠন এসআইও।

লোকসভার স্পিকার নির্বাচন ২৬শে

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা সচিবালয় বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, লোকসভা ২৬ জুন তার নতুন স্পিকার নির্বাচন করবে, যার জন্য প্রার্থীদের সমর্থনে প্রস্তাবের জন্য নোটিশ সদস্যরা একদিন আগে দুপুর ১২টার মধ্যে জমা দিতে পারবেন। অষ্টাদশ লোকসভা ২৪ শে জুন প্রথমবার বসবে এবং অধিবেশনটি ৩ জুলাই শেষ হবে। লোকসভার বুলেটিনে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত তারিখের আগের দিন দুপুর ১২টার আগে যে কোনও সদস্য স্পিকারের পদের জন্য অন্য সদস্যের সমর্থনে প্রস্তাবের সেক্রেটারি জেনারেলকে লিখিতভাবে নোটিশ দিতে পারেন। আদালতের ব্যাখ্যা, 'বর্তমান ক্ষেত্রে ২৫ জুন মঙ্গলবার দুপুর ১২টার আগে স্পিকার নির্বাচনের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া যেতে পারে। প্রথম দুই দিন নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণের জন্য বরাদ্দ থাকলেও স্পিকার নির্বাচনের জন্য ২৬ জুন দিন ধার্য করা হয়েছে। ২৭ জুন লোকসভা ও রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রস্তাবের নোটিশটি তৃতীয় সদস্যের দ্বারা সমর্থন করতে হবে। এছাড়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর বিবৃতি দিতে হবে যে, তিনি নির্বাচিত হলে স্পিকারের দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছুক।

ঈদুজ্জোহায় সরকারি নির্দেশনা মেনে চলুন, আর্জি মাদানির

আপনজন ডেস্ক: ঈদুল আজহা বা ঈদুজ্জোহায় কুরবানি দেওয়ার সময় সরকারি নির্দেশিকা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে এবং জবাইকৃত পশুর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার না করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দেশের অন্যতম শীর্ষ মুসলিম সংগঠন জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ।

কুরবানির উৎসব হিসেবে পরিচিত ঈদুল আজহা সোমবার উদযাপিত হবে। এ বিষয়ে জমিয়ত সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানী তার বাণীতে বলেন, ইসলামে ত্যাগের কোন বিকল্প নেই এবং এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্ব যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। তিনি বলেন, কুরবানি দেওয়ার সময় মুসলমানদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। বিজ্ঞাপন এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে জবাই করা পশুর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। তিনি মুসল্লিদের কোরবানির সময় সরকারি নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ এবং নিষিদ্ধ পশু কুরবানি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যদি কোনো জায়গায় দুষ্কৃতীরা একটি মহিষের বলি দিতে বাধা দেয়, তাহলে কিছু বিবেকবান ও প্রভাবশালী লোকের উচিত প্রশাসনকে আস্থায় নিয়ে তারপর কুরবানি দেওয়া। তবে যদি এই ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পালনের কোনো উপায় না থাকে, তাহলে নিকটবর্তী স্থানে কুরবানি করা উচিত, যেখানে কোনো অসুবিধা নেই। তিনি ঈদুল আজহা উপলক্ষে মুসলমানদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় নিয়ে, পশুর বর্জ্য রাস্তায় বা ড্রেনে ফেলা উচিত নয়, বরং এমনভাবে কবর দেওয়া উচিত যাতে দুর্গন্ধ না হয়।

মাদানি বলেন, আমাদের পদক্ষেপে যাতে কেউ আঘাত না পায় তার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা করা উচিত এবং সাম্প্রদায়িক উপাদানগুলির যে কোনও ধরণের উস্কানির মুখে ধৈর্য ধরে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা উচিত।

একই আর্জি জানানো হয়েছে কলকাতা নাখোদা মসজিদ কমিটির তরফ থেকেও।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

তৃণমূল কর্মী খুন এবার জীবনতলায়

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার তাম্বুলদহ ২ পঞ্চায়েতের সাতেরঘেরি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ওরফে ভোলা (৪৫)।বাড়ি ওই এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। এদিন রাতে রবীন্দ্রনাথ মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরে দুষ্কৃতীরা তাঁকে পিটিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ক্যানিং থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের দলের একনিষ্ঠ কর্মী। দুষ্কৃতীরা তাঁকে পিটিয়ে খুন করেছে। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

লোকালয়ে এবার কুমির!

মাফরুজা মোল্লা ● বাসন্তী

আপনজন: নদী বাঁধ পেরিয়ে এলকায় ঢুকে পড়লো একটা পূর্ণবয়স্ক কুমির। তাতেই প্রথমে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে।পরে অবশ্য কুমির দেখতে ভীড় জমায় গ্রামবাসিরা।ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সাত সকালে বাসন্তী ব্লকের মজিদ বাটি অঞ্চলে অসিত মন্ডলের বাড়ি সংলগ্ন নদী বাধে। স্থানীয় গ্রামবাসী ও বনদপ্তর সূত্রে খবর এদিন সকালে গ্রামবাসিরা দেখতে পায় একটি পূর্ণবয়স্ক কুমির হোগোল নদীর বাঁধ পেরিয়ে অসিত মন্ডলের পুকুর পাড়ে খোশ মেজাজে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তড়িঘড়ি গ্রামবাসীরা বনদপ্তরের গোসাবা রেঞ্জ অফিসের খবর দেয়। খবর পেয়ে গোসাবা রেঞ্জ অফিসার নবকুমার সাউ বনকর্মীদের এবং কুমির ধরার সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কুমির ধরতে বনকর্মীদের যথেষ্ট হিমশিম খেতে হয়।

প্রবল গরমে পড়ুয়ারা অতিষ্ঠ, ক্লাসরুমে এসি বসালেন শিক্ষকরাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: ভ্যাপসা গরমে ক্লাসরুমে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারছে না পড়ুয়ারা। তাই কচিকাঁচাদের কথা মাথায় রেখে ক্লাসরুমেই এসির ব্যবস্থা করেছে নদিয়ার রাণাঘাটের একটি স্কুল।তেতেপুড়ে যাচ্ছে বঙ্গ। জেলায় জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহ। এরই মধ্যে গরমের ছুটি ফুরিয়েছে। মাথায় গনগনে রোদ নিয়েই স্কুলে আসতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। অনেক অভিভাবক আবার শিশুর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে স্কুলে পাঠাতে চাইছেন না। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রদের কথা ভেবে এক অভিনব উদ্যোগ নিলেন শিক্ষকরা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নিজেদের অর্থ দিয়ে ক্লাস রুমের জন্য কিনলেন এসি। আর তা দেখে খুশি আর ধরে না পড়ুয়াদের মুখে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, দোহারপাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫২ জন। তাদের মধ্যে ২৭ জন ছাত্রী ও ২৫ জন ছাত্র। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে স্কুলে রয়েছে মোট ৫ জন। শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা ২। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর সরকারের জানালেন, আপাতত একটি ক্লাসরুমে এসির ব্যবস্থা করা হলেও আগামীতে অন্যটিতেও বসানো হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। শুধু তাই নয়, পড়ুয়াদের জন্য স্কুলে স্মার্ট টিভি, ওয়াটার পিউরিফায়ারের ব্যবস্থা করার কথাও ভাবছেন এই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা।
সব মিলিয়ে পড়ুয়াদের সরকারি স্কুলমুখী করার উদ্দেশ্যেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।
গত ২-৩ বছর ধরে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ভুরি ভুরি অভিযোগ শোনা গিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে নানারকম অভিযোগ নিয়ে সরগরম বঙ্গ রাজনীতি। এরই মধ্যে শিক্ষকদের এই ভাবনা নিঃসন্দেহে মন জয় করে নিয়েছে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের।

ঈদ নিয়ে শান্তি বৈঠক বিষ্ণুপুর মহকুমায়

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: আসন্ন ঈদুজ্জোহা বা কোরবানির ঈদ উপলক্ষে এক বিশেষ আলোচনা বৈঠক বসে বিষ্ণুপুর মহকুমার সৌজন্যে এদিন বিকাল ৪টায় বিষ্ণুপুর মহকুমার হল ঘরে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসডিও। তিনি আগাম ঈদের শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে ইমামদের অনুরোধ করেন কুরবানি পশু এবং বিতরণ করা মাংস গুলি যাতে ঢেকে নিয়ে যান। এক কথায় অন্য ধর্মের মানুষদের ডাতে কষ্ট না হয় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলেন। বিষ্ণুপুর এসডিপিও বলেন, বাইক আস্তে চালাবেন। হেলমেট ব্যবহার করবেন আনন্দের জায়গায় সেটা তার বিপরীত না হয়ে যায় সেদিকটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। বিষ্ণুপুর থানার আইসি অতনু সাঁতরা বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে আমাদের এই কাজটা করতে হবে এবং কোথাও যদি ইনসিডেন্ট ঘটনা ঘটে তো আমাদের জানান আমার ব্যবস্থা নেব।
আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি এক্সিকিউটিভ মেম্বার সাহিদ পালোয়ান, বিষ্ণুপুর মাইনোরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট আজিজুল বলেন, আমাদের সচেতনাতার সাথে পশুর মাংস ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে যাতে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। মূলত শান্তিপূর্ণভাবে যাতে ঈদ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় সেজন্যই এই বৈঠক বলে জানা গিয়েছে।

রাতের অন্ধকারে ২০০ বছরের পুরনো পুকুর ভরাট বিষ্ণুপুরে!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাতের অন্ধকারে ধীরে ধীরে শহরের বুকেই বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রায় ২০০ বছরের পুরনো পুকুর। প্রয়োজনীয় তদন্ত করে পুকুরকে পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার আশ্বাস মহকুমা শাসকের । বিষ্ণুপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড। এখানেই গড়দরজা সংলগ্ন প্রায় দুশো বছর পুরনো একটি মালিকানাধীন পুকুর ছিল। আজ তা অধিকাংশ ডাঙ্গা জায়গায় পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন পুকুরের আয়তন ছিল প্রায় সাড়ে দশ কাঠা। রাতের অন্ধকারে প্রায় দেড় থেকে দু বছর সময় নিয়ে ধীরে ধীরে মাটি ফেলে এই পুরনো পুকুর বন্ধ করে দিয়েছে কেউ বা কারা। স্থানীয় বাসিন্দা এবং স্থানীয় তৃণমূলের কাউন্সিলর জানান এই পুকুরের জলে উপকৃত হতো এলাকার বহু মানুষ। ধীরে ধীরে পুকুরটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য একদিকে তীব্র দাবদহ অন্যদিকে পুকুর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয় এলাকার মানুষকে। স্থানীয় মানুষজন এবং স্থানীয় কাউন্সিলর

আরো জানাচ্ছেন প্রায় এক দেড় বছর সময় ধরে বিভিন্ন দপ্তরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানিয়েছেন কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। পুকুর আগের অবস্থায় ফিরে আসেনি। এলাকার মানুষ চাইছেন প্রশাসন যাতে বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং পুকুর যাতে আগের অবস্থায় ফিরে আসে তার সু বন্দোবস্ত করুক প্রশাসন।স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায় এই পুকুরটির মালিক রয়েছে বেশ কয়েকজন শরীক। তাদের কেউ জানাচ্ছেন পুকুর বোজানোর বিষয় নিয়ে তারা অবগত নয়। তারা জানেন না কে এই পুকুর বুঝিয়েছে। অন্য আরেক মালিকপক্ষ জানান পুকুর কেউ বন্ধ করেনি বহু পুরনো তাই স্থানীয় রাই ধীরে ধীরে আবর্জনা ফেলে পুকুর বন্ধ করে দিয়েছে। তবে তারাও চাইছেন পুকুর আগের অবস্থায় ফিরে আসুক।
তবে প্রশ্ন উঠছে কে বা কারা এই পুকুর বন্ধ করে দিল?
বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান বিষ্ণুপুর পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ডে পুকুর ভরাটের অভিযোগটা শুনেছি। ভূমি সংস্কার দপ্তরে জানানো হয়েছে। পুকুরকে পুনঃ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে।

ওবিসি ইস্যুতে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি যুব ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার ওবিসি ইস্যুতে রাজ্য সরকারের আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে বিধাননগরের অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি অভিজিৎ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করে ডেপুটেশন দিল সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল।
মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন একশ্রেণীর বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন মানুষের করা জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে গত ২১ মে কলকাতা হাইকোর্টে ২০১০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে জারি থাকা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) শংসাপত্রগুলি অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। আদালতের এই রায় অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে আমরা মনে করছি। তিনি বলেন আমরা মনে করছি এই রায় বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার কমিটির ও রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বৃহত্তর অংশের মানুষের সামাজিক ন্যায় পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠী শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে আরও পিছিয়ে পড়বে। তাই ওবিসি

চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকলে তা অবিলম্বে সংশোধন করে ওবিসি সুবিধাপ্রাপ্তদের অবিলম্বে পূর্বের ন্যায় সমস্ত সুবিধায় পূর্নঃবহাল করা দরকার। ডেপুটেশন দিয়ে এসে মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন হাইকোর্টের রায়ের পরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এই রায়ের বিরুদ্ধে সরকার সুপ্রিম কোর্টে যাবেন, কিন্তু দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল রায়ের পর প্রায় একমাস কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে সরকার বা দপ্তরের কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তিনি বলেন ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্য সরকারকে অতিসক্রিয় হয়ে যথা সময়ের মধ্যেই অবিলম্বে আদালতে রিভিউ পিটিশন করতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে দ্রুত সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে হবে। আমরা মনে করি রাজ্যে ওবিসি সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য সমস্ত নিয়ম কানুন মেনেই ওবিসি সার্টিফিকেট প্রদান হয়েছে। সেজন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর রিভিউ পিটিশন এবং সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে ওবিসি গোষ্ঠীভূক্ত করার সময়ের হেয়ারিং সংক্রান্ত সমস্ত প্রমাণ আদালতে দাখিল করুক। এদিন প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমাজকর্মী মহঃ নুরুদ্দিন, সংগঠনের সহ সভাপতি খলিল মল্লিক, গোলাম রহমান, সহ সম্পাদক আলি আকবর, কাজী মহসিন আজিম সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

ইমাম ও প্রধানদের নিয়ে বৈঠক নবগ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: পবিত্র ঈদুল আযহায় এলাকার সমস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা যেনো ভালোভাবে এই উৎসব পালন করতে পারেন এবং সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বাজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যে নবগ্রাম ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলের ইমাম-মুয়াজ্জিন ও অঞ্চল প্রধানদের নিয়ে বিডিও অফিস সংলগ্ন সুভাষ ভবনে একটি বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার। সভায় উপস্থিত ছিলেন লালবাগ মহকুমার এসডিপিও, নবগ্রাম থানার ওসি ইন্দ্রনীল মাহান্ত, নবগ্রাম বিধান সভার বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এনায়েতুল্লাহ সেখ, ব্লক ইমাম সংগঠনের সেক্রেটারি মাওলানা আতিকুর রহমান, সভাপতি মাওলানা খাইরুল বাসার, মাওলানা ওসমান গনি প্রমুখ। বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল ঈদুল আযহার জানিয়ে বলেন একশ্রেণীর মানুষ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভাজন করে দাঙ্গা লাগাতে চাইছে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। নবগ্রাম থানার ওসি শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে সচেতনতার বার্তা দেন। পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাটি, এখানে আমাদের নেত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ধর্মের মানুষদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলে। ব্লক ইমাম সংগঠনের সেক্রেটারি মাওলানা আতিকুর রহমান বলেন আমাদেরকে এমন ভাবে উৎসব পালন করতে হবে যাতে কারো অসুবিধা না হয়। কুরবানী ঘেরা ঘুরা জায়গায় করতে হবে এবং কুরবানীর করা কোনো পশুর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়া যাবে না। কুরবানী করার পর রক্ত, হাঁড় ও বর্জ্য পদার্থ গুলো মাটির নিচে পুঁতে দিতে হবে যাতে পরিবেশ দূষণ না হয়।
ছবি: জাকির সেখ

স্ত্রীর গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● সিউড়ি

আপনজন: জামাইষষ্ঠীর দিন শশুর বাড়িতে এসে রাতের অন্ধকারে বউকে গলা কেটে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা জামাইয়ের। ঘটনাটি ঘটেছে দুবরাজপুরের বোধ গ্রামে। অভিযোগ গত চার মাস আগে পদ্মা বাউরির সাথে বিয়ে হয়েছিল ইলামবাজারের সাহাপুর গ্রামের রাজকুমার বাউড়ির। বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক অশান্তির কারণে বাপের বাড়িতে থাকতো পদ্মা বাউরী। বুধবার জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে শ্বশুরবাড়িতে আসেন রাজ কুমার বাউরী। রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাতে যাই দুজনে। বৃস্পতিবার সকালে গলাকাটা অবস্থায় ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় স্ত্রীর। অভিযোগ স্ত্রীকে খুন করে নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে জামাই। তাকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে সিউড়ি সদর হাসপাতালে। যদিও খুনের অভিযোগ বা গতকাল রাতে অশান্তির অভিযোগ অস্বীকার করছেন রাজকুমার বাউড়ি। দেহ ময়না তদন্তের জন্য আনা হয়েছে সিউড়ি সদর হাসপাতালে।

স্কুল অভিমুখে পড়ুয়াদের আনতে কুলার বসানো হল রায়দীঘির স্কুলে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দিঘি

আপনজন: তীব্র তাপদহে ভুগছে বাংলা।আর এই তাপদহের মধ্যেই গরমের ছুটি শেষ করে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে পঠন পাঠন।আর এই অতিরিক্ত গরমের হাত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বস্তি দিতে স্কুলে বসানো হলো কুলার।দ: ২৪ পরগনার সুন্দরবনের রায়দীঘি থানার বকুলতলা এফ পি স্কুলের নিজস্ব প্রচেষ্টায় এই কুলার লাগানোয় বেশ খুশি পড়ুয়ারা।
স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিখিলকুমার সামন্ত বলেন,এই কুলার ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বসানো হয়েছে।এখন প্রকৃতির খাম খেয়ালিভাবে চলছে।আর সেজন্য গরমের ছুটি কীভাবে দেওয়া হবে তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। রাজ্য জুড়ে কোথাও তাপপ্রবাহ, কোথাও চরম আর্দ্রতা। যার জেরে স্কুলে যোগ দিতে পারছে না বহু শিশু। সে জন্য তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার

পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, জুন মাসের বাকি দিন গুলিতে চাইলে স্কুলের সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে স্কুল কর্তৃপক্ষ।তবে তাপ প্রবাহের জন্য স্কুলগুলিকে সময় বদলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দফতরের তরফে।আঞ্চলিক আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে স্কুল গুলিকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোথায়, কত তাপমাত্রা, তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি কেমন,তামাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে স্কুল কর্তৃপক্ষ কে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকদের সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি বলেন, স্কুল গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে আগামী দিনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে পঠন পাঠন হবে।আর ছাত্র ছাত্রীদের কথা ভেবে কুলার লাগিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের স্কুল অভিমুখে আনার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।আর কুলার পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● কুলতলি

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কুলতলি থানার দেউলবাড়ীর কাঁটামারী গ্রামেবিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হল বৃহস্পতিবার। এদিনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা করান নারী ও পুরুষজনেরা। চিকিৎসা করেন কলকাতার প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিকিৎসকরা । এদিনের শিবির আয়োজন করে কুলতলির কাঁটামারী বালক সংঘ। এদিন ৪০০ জন ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা করান এদিনের শিবিরে থেকে। পাশাপাশি এদিনের শিবির থেকে প্রায় ২৫০ জন ছাত্রীদের হাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেওয়া হয়। রোগীদেরকে ছানি অপারেশন ও বিনা মূল্যে করানো হবে উপস্থিত ছিলেন প্রেমানন্দ হাসপাতালের ম্যানেজার মার্ক মলয় আমরস, ডক্টর প্রতাপ ঢালী, কাঁটামারী বালক সংঘের সম্পাদক তথা সমাজসেবী সমতল নস্কর, নার্স প্রীতি দাস, জয়ন্ত বিট প্রমুখ।

ঈদ নিয়ে জয়নগর থানায় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: আর কয়েকদিন পর সোমবার মুসলিম ধর্মালম্বি মানুষদের খুশির উৎসব ইদুজ্জোহা পালন করা হবে।আর চলছে তাঁরই কেনাকাটা। আর এরই মাঝে ইদের সময় বা আগে পরে এলাকায় কোনো ধরনের অশান্তি না ঘটে তাঁর জন্য জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে বৃহস্পতিবার জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসন ও জয়নগর থানার উদ্যোগে প্রশাসনিক সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস,জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল,জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর থানার এস আই উত্তম ঘোষ, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল,জয়নগর বিধায়ক প্রতিনিধি তথা সমাজসেবী তুহীন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে।

ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক সভা ইন্দাসে

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: জেলার ইন্দাস ব্লকের ইমামদের নিয়ে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও আসন্ন "ঈদুল আযহা" এর নামাজ ও কুরবানী বিষয়ের উপর একটি শান্তি,সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য পূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।ইন্দাস থানার উদ্যোগে এবং ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির সহায়তায় ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সোনামুখী সার্কেলের সি আই শীষ কুমার মহাশয়, ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধি এফ ই ও পার্থ সারথি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত, কর্মাধ্যক্ষ মোল্লা নাসের আলি এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে ইন্দাস থানার ও সি সোমনাথ পাল। ইমাম পরিষদের ব্লক কমিটির সম্পাদক কাজী সাহাবুদ্দিন, কাজী আজিজুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন ব্লকের বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ।
"ঈদুল আযহা"-র গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এবং কোরবানীর ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন কাজী সাহাবুদ্দিন ও কাজী আজিজুল ইসলাম। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান গড়ে তোলার জন্য সুন্দর বিশ্লেষণ মূলক বক্তব্য রাখেন। যে কোন ধরনের সমস্যার সমাধান কল্পে প্রশাসন যে সবার কল্যাণার্থে পাশে আছে, সে কথাও ব্যক্ত করা হয়।

ঈদ উপলক্ষ্যে শাসন থানার প্রশাসনিক বৈঠক

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের প্রতিটি থানায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত পুলিশ জেলার অন্তর্গত শাসন থানার উদ্যোগে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উঠে আসে ঈদের দিন এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে।
নানা কারণে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা একটি সমস্যা হয়ে ওঠে।তাই সবার উচিত যেখানে-সেখানে পশু জবাই করার প্রবণতা ত্যাগ করা। কোরবানির পর পশুর রক্ত, মলমূত্র, হাড় ইত্যাদি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা, নিজ নিজ লোকালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সবার।কোরবানির পশুর চামড়া কেনাবেচার ক্ষেত্রেও সততা, শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে, যেন কোনও ধরনের অসদুপায় বা কারসাজির সুযোগ কেউ না পায়। শাসনের স্বস্তি ভিলেজে অনুষ্ঠিত ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে এই প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও শাসন,আইসি মোঃ ফিরোজ আলী, স্থানীয় জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বিশিষ্ট সমাজকর্মী শম্ভুনাথ ঘোষ, মনোয়ারা বিবি, ইফতেখারউদ্দিন,মেহেদী হাসান,মনিরুল ইসলাম, আছের আলী, মান্নান আলী, পীরজাদা হাফেজ মোস্তাক আহমেদ সহ প্রশাসনের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি।

প্রথম নজর

রাশিয়ায় হঠাৎ বন্ধ ডলার ও ইউরো বেচাকেনা

আপনজন ডেস্ক: নতুন করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘণ্টাখানেক পরই মস্কো এক্সচেঞ্জে ডলার ও ইউরোর লেনদেন বন্ধ করে দিয়েছে রাশিয়া। ফলে এখন থেকে দেশটির কোনো ব্যাংক, কোম্পানি বা বিনিয়োগকারীরা মস্কো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ডলার বা ইউরো লেনদেন করতে পারবে না। খবর সিএনএনের।

রুশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মস্কো এক্সচেঞ্জ বুধবার (১২ জুন) এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছে। রুশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, মস্কো এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিধিনিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে মার্কিন ডলার ও ইউরোর লেনদেন ও নিষ্পত্তি স্থগিত করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি রুশ ব্যাংক থেকে ডলার ও ইউরো কেনাবেচা করতে পারবেন। দেশের নাগরিক ও কোম্পানির হিসাবের আমানতে থাকা ডলার ও ইউরো নিরাপদ থাকবে।

এক রুশ ব্যবসায়ী বলেন, আমরা এসব পরোয়া করি না। আমাদের ইউয়ান আছে। রাশিয়ায় ডলার ও ইউরো পাওয়া কার্যত অসম্ভব।

ফিলিস্তিনের প্রতি চরম বিদ্বেষ দেখালেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের উপস্থিতি থাকায় আরব ও ইসলামিক গ্রুপের কাউন্সিলের দূতদের সঙ্গে একটি পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করে দিয়েছেন আর্জেন্টিনার ডানপন্থি প্রেসিডেন্ট জাভিয়ার মিলেই।

বুধবার (১২ জুন) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

এদিকে আর্জেন্টাইন প্রেসিডেন্টের এমন কাণ্ডে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ইসলামিক দেশগুলোর সংগঠন অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি)।

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করে ওআইসি বলেছে, ফিলিস্তিনের উপস্থিতির কারণে তিনি পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করে দেওয়ায় তারা হতাশ হয়েছে। জাতিসংঘের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ সংগঠন ওআইসি।

আর্জেন্টাইন প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করে সংস্থাটি আরো বলেছে, তার এমন সিদ্ধান্ত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের 'মর্যাদা এবং অধিকারকে খর্ব করেছে'। যা ওআইসির প্রতি শত্রুতাপূর্ণ এবং অন্যায়ের সামিল।

সংস্থাটি বিবৃতিতে আরো বলেছে, "ওআইসির কাছে এমন ব্যবহার অগ্রহণযোগ্য। যা আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক প্রতিকূলাচরণের অংশ হিসেবে দেখে ওআইসি।"

সংস্থাটি বলেছে, ইসরায়েলের দখলদারিত্বের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ভুল ইতিহাসের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

এছাড়া তার এমন অবস্থান আন্তর্জাতিক আইন এবং রেজ্যুলেশনের বৈধতার ক্ষেত্রে আর্জেন্টিনার যে অবস্থান রয়েছে সেটিরও পরিপন্থি বলে উল্লেখ করেছে সংস্থাটি।

গাজায় গণহত্যার শিকার হওয়া ফিলিস্তিনের অধিকারকে অস্বীকার করে, আর্জেন্টিনা যে অবস্থান নিয়েছে সেই সিদ্ধান্ত পুর্নবির্বেচনা করারও আহ্বান জানিয়েছে ওআইসি।

মক্কায় ভাইরাল শিশু হজযাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: কয়েকদিন আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় ছোট্ট শিশু ইয়াহিয়া মোহাম্মদ রমদান। বাবা মায়ের সঙ্গে পবিত্র হজ পালন করতে এসেছিল ছোট্ট এই শিশু। তবে হজের আগেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন।

বুধবার (১২ জুন) সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সৌদিতে এবার যেসব হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে ইয়াহিয়া মোহাম্মদ রমদান সবচেয়ে কম বয়সী। মিসরের কাফর আল শেখ প্রদেশে ইয়াহিয়ার বাড়ি। তবে কাজের সুবাদে তার বাবা সৌদিতে থাকতেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কয়েকদিন আগে ইয়াহিয়ার একটি ছবি প্রকাশ করে তার মা। এতে দেখা যায় সে পবিত্র কাবাতে ইহরাম পরে দাঁড়িয়ে আছে। ছবি তোলার সময় সে অন্যদিকে তাকিয়ে হাসছিল। তার এমন নির্মল হাসি মন কেড়েছিল হাজার হাজার মানুষের। এই ছবিটি পরবর্তীতে ভাইরাল হয়।

ঠিক কী কারণে তার মৃত্যু হয়েছে তা নিশ্চিত করতে পারেনি গালফ নিউজ। মক্কার একটি ভবনের ছাদ থেকে পড়ে ইয়াহিয়ার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে দাবি করলেও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, অতিরিক্ত গরমে হিটস্ট্রোক হয়ে ইয়াহিয়ার মৃত্যু হয়েছে।

তবে গালফ টুডে নামের একটি সংবাদমাধ্যমে ইয়াহিয়ার পরিবার জানিয়েছে, ইয়াহিয়ার পরিবার যখন হজের আচার অনুষ্ঠান পালন করছিল তখন কাবায় তার মৃত্যু হয়। কারণ সেখানে যে গরম ছিল তা সে সহ্য করতে পারেনি।

মক্কায় মৃত্যু হওয়া ইয়াহিয়াকে জানাজা শেষে মক্কাতেই সমাহিত করা হয়েছে।

যে কারণে নিউজিল্যান্ড ছাড়ছেন রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসী

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালের পর চলতি বছরও নিউজিল্যান্ড ছাড়ছেন রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসী। ২০২৩ সালে দেশটির ১ লাখ ৩০ হাজার ৬০০ অভিবাসী অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন। জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যাওয়া ও কর্মসংস্থানের অভাবে নিউজিল্যান্ড ত্যাগের হিড়িক পড়েছে অভিবাসীদের মধ্যে। খবর দ্য গার্ডিয়ানের।

স্ট্যাট নিউজিল্যান্ডের অস্থায়ী আন্তর্জাতিক অভিবাসনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দীর্ঘ মেয়াদে দেশ ত্যাগকারীদের মধ্যে আনুমানিক ৮১ হাজার ২০০ নিউজিল্যান্ডের নাগরিক রয়েছেন। যা আগের বছরের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি। এর আগে ২০১২ সালে রেকর্ড ৭২ হাজার ৪০০ জন দেশ ছেড়েছিলেন।

অভিবাসন তথ্যানুসারে, ২০২৩ সালে নিউজিল্যান্ডে নতুন করে ফিরে এসেছেন ২৪ হাজার ৮০০ নাগরিক। ফলে সামগ্রিক হিসাবে দেশটিতে ৫৬ হাজার ৫০০ জন আভিবাসী কমে গেছে, যা ২০১২ সালে ছিল ৪৪ হাজার ৪০০ জন। ফলে নতুন করে এ অভিবাসন ঘাটতি আগের রেকর্ড ভেঙেছে।

দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, ওই বছরে নিউজিল্যান্ডে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৯০০ বিদেশি অভিবাসী প্রবেশ করেন। ফলে সামগ্রিকভাবে অভিবাসী বেড়েছে ৯৮ হাজার ৫০০ জন। এ তালিকায় সবার শীর্ষে রয়েছে ভারত। এরপর রয়েছে ফিলিপাইন ও চীন।

বুধবার অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে অভিবাসনসংক্রান্ত অস্থায়ী ডেটাও প্রকাশ করেছে স্ট্যাট নিউজিল্যান্ড। এতে দেখা গেছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড ছেড়ে যাওয়া নাগরিকদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যাওয়া ও কর্মসংস্থানের অভাবে নিউজিল্যান্ডের তরুণ পেশাদার বা স্নাতকরা দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন। দেশটির অনেক তরুণ স্কুল বা উচ্চশিক্ষা শেষ করে বিদেশে পাড়ি জমানোর দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন।

স্ট্যাট নিউজিল্যান্ডের জনসংখ্যা নির্দেশক ব্যবস্থাপক তেহসিন ইসলাম বলেন, ঐতিহাসিকভাবে অভিবাসন পরিবর্তনের পেছনে বেশকিছু কারণ থাকে। এরমধ্যে অন্যতম হলো নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে বিশ্বের অন্য দেশগুলোর তুলনামূলক অর্থনৈতিক ও শ্রমবাজারের অবস্থা।

ইনফোমেট্রিক্সের প্রধান অর্থনীতিবিদ ব্র্যাড ওলসেন জানান, বিদেশে অভিবাসনের পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কম বয়সী কিউইরা দেশের বাইরে যায়। এক্ষেত্রে তাদের বিদেশ সফর বিলম্বিত হতে পারে। কারণ গত কয়েক বছর ধরে এ ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটছে।

তিনি আরো বলেন, দেশ ত্যাগ করাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমানোর ফলে এটি বোঝা যায়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এবং পরিবার অন্য কোথাও সুযোগ খুঁজছে। তারা আরো স্থায়ী পদক্ষেপের দিকে ঝুঁকছে।

হঠাৎ দাঙ্গায় উত্তাল আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ার মিলেইর সরকারের বাজেট কমানো ও সংস্কার পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমেছে আর্জেন্টাইনরা। স্থানীয় সময় বুধবার রাজধানী বুয়েনস এইরেসে দেশটির পার্লামেন্ট কংগ্রেসের সামনে রাজপথে বিক্ষোভ করেছেন তারা। বিক্ষোভ দমাতে কয়েক শ নিরাপত্তাকর্মী কাঁদানে গ্যাস ও পেপার স্প্রে ছুড়েছেন। ব্যবহার করা হয়েছে জলকামান।

সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, বুধবার আর্জেন্টাইন পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটে সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক চলার সময় বাইরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় বিলটি বাতিলের দাবিতে কংগ্রেস ভবনের বাইরে দুটি গাড়িতে আগুন দেন বিক্ষোভকারীরা। জানা গেছে, সিনেটে বিলটি পাশের আগে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেন–দেশ বিক্রির জন্য নয়, দেশ রক্ষার জন্য', একটি ব্যানারে লেখা ছিল, 'একজন রাষ্ট্রপ্রধান কীভাবে নিজ রাষ্ট্রকেই ঘৃণা করতে পারেন?' এ সময় বিক্ষোভকারীরা নিরাপত্তা বেষ্টনী পেরিয়ে কংগ্রেসের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। জবাবে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর পিপার স্প্রে করলে তারা পুলিশের দিকে ঢিল ছুড়তে শুরু করে। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য, পেপার স্প্রের কারণে সাতজন বিক্ষোভকারীকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। তাদের মধ্যে পাঁচজনই আইনপ্রণেতা। ঘটনাস্থলে আরো বেশ কয়েকজনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গত বুধবার রাতে বুয়েনস এইরেস যেন 'রণক্ষেত্রে' পরিণত হয়েছিল। এই সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে ঠিক কতজন আহত হয়েছেন সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমগুলো।

প্রসঙ্গত, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই দেশটির অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে যে সংস্কার প্যাকেজ প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যে অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা, পেনশন হ্রাস এবং শ্রম অধিকার হ্রাস করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বামপন্থী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলো এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করছে। মিলেইয়ের প্রস্তাবিত এই সংস্কার প্যাকেজটি প্রাথমিকভাবে আর্জেন্টাইন সিনেটে ৩৬-৩৬ ভোটে টাই ছিল। কিন্তু সিনেটের প্রধান ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিক্টোরিয়া ভিলারুল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে সেটি প্রাথমিকভাবে গতকাল বুধবার পাশ হয়। আজ বৃহস্পতিবার বিলটির প্রত্যেকটি পয়েন্ট ধরে ধরে জরিপ করা হবে। এরপর তা চূড়ান্তভাবে পাশ হওয়ার জন্য নিম্নকক্ষে ফেরত যাবে।

মেক্সিকোতে খরায় শুকিয়ে গেল হ্রদ, হাজার হাজার মাছের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: উত্তর মেক্সিকোতে তীব্র খরার কারণে একটি হ্রদ আংশিকভাবে শুকিয়ে যাওয়ায় হাজারো মাছ মারা গেছে। বৃহস্পতিবার (১৩ জুন) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিনহুয়া।

জানা গেছে, এক সপ্তাহ আগে লেকের নিচে ফাটলে সৃষ্ট কাদায় মরা মাছ স্তূপ হতে শুরু করে। আর বুধবারের মধ্যে পুরো এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কায় শ্রমিকরা হ্রদটির পচনশীল অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার করে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বুধবার জানিয়েছে, বুস্টিলোস হ্রদটির পানি তার স্বাভাবিক স্তরের ৫০ শতাংশ কম ছিল। দূষণকারীরা হ্রদটির পানি বসবাসকারী প্রজাতির জন্য বিপজ্জনক করে তুলেছে। সামগ্রিকভাবে মেক্সিকোর রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি শহরে উচ্চ তাপমাত্রা দেখা যাচ্ছে। দেশটিতে তাপমাত্রা সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

দেশটির স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলছে, মার্চের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া চলতি উষ্ণ মৌসুমে ১২৫ জন লোকের মৃত্যু হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

'কান্নার জন্য প্রস্তুত হও ইসরায়েল'

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি হামলায় উত্তেজনায় বেড়েছে। দেশটিতে ইসরায়েলি হামলায় গোষ্ঠীটির এক সিনিয়র কমান্ডার নিহতের ঘটনার পর প্রতিশোধ নিতে হামলার 'পরিমাণ ও গুণগত মান' ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার হুমকি দিয়েছে হিজবুল্লাহ। সশস্ত্র গোষ্ঠীটির এক নেতা বলেন, ইসরায়েল যেন কান্নার প্রস্তুতি নেয়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে শিগগির ভয়ংকরভাবে জবাব দেওয়া হবে।

হিজবুল্লাহর নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ হাশেম সাফিউদ্দিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এই পবিত্র রক্তপাতের পর আমাদের সুনির্দিষ্ট এবং অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, আমরা আমাদের অভিযানের তীব্রতা, শক্তি এবং বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করব। কারা নিহত আবু তালিবের ভাই ও সন্তান ইহুদিবাদী শত্রু তার প্রমাণ দেখতে পাবে।

ইহুদিবাদী ইসরায়েল প্রতিরোধ কমান্ডারদের হত্যা করে হিজবুল্লাহকে দুর্বল করতে পারবে না বলে প্রত্যয় জানান সংগঠনটির এই সিনিয়র নেতা। উল্টো ইসরাইল যেন এখন থেকে আরো কঠিন জবাবের অপেক্ষায় থাকে বলে তিনি মন্তব্য করেন। হিজবুল্লাহর নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, ইহুদিবাদী শত্রু এখনো নির্বোধই রয়ে গেছে এবং সে অতীত থেকে শিক্ষা নেয়নি। সে এখনও ভাবছে, নেতাদের হত্যা করলে প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বারবার একথা প্রমাণ করেছে যে, কোনো নেতা শহীদ হলে প্রতিরোধ আরো তীব্র ও ক্ষুরধার হয়।

ইরাকে তেল শোধনাগারে ভয়াবহ আগুন

আপনজন ডেস্ক: ইরাকি কুর্দিস্তানে তেল শোধনাগারে বিশাল অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে অগ্নিনির্বাপণকর্মীরাও আছেন। স্থানীয় সময় বুধবার রাতে লাগা আগুন বৃহস্পতিবারও জ্বলছে। দেশটির বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার বরাত দিয়ে এএফপি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৬ মি.

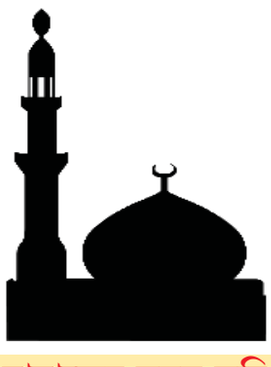

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৮	৪.৫১
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.১৫	
মাগরিব	৬.২৭	
এশা	৭.৪৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

কুয়েত অগ্নিকাণ্ডে ৩ সন্দেহভাজন আটক

আপনজন ডেস্ক: কুয়েতে বিদেশি শ্রমিকদের একটি বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের আটক করার বিষয়ে বৃহস্পতিবার (১৩ জুন) জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। নিচতলায় গার্ডের কক্ষে বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে আগুনের সূত্রপাত।

পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিস জানিয়েছে, নিরাপত্তা ও অগ্নি বিধির অবহেলার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডের সন্দেহে একজন কুয়েতি এবং দুইজন বিদেশিকে আটক করা হয়েছে।

ইতালির পার্লামেন্টে এমপিদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা

আপনজন ডেস্ক: স্থানীয় সরকারসংক্রান্ত বিলকে ঘিরে ইতালির পার্লামেন্টে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। আলোচনার সময় একজন আইন প্রণেতা সহকর্মীর দিকে জাতীয় পতাকা নিয়ে তেড়ে গেলে বুধবার (১২ জুন) এ ঘটনা ঘটে। তারপর ঘটনার ভিডিও খুব দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভাইরাল হয়ে যায়।

ভিডিওতে দেখা যায়, জাতীয় পতাকা নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎক্ষণাৎ নিরাপত্তাকর্মী ও অন্যরা চলে আসেন।

রাজনীতিভিত্তিক ডিজিটাল সংবাদপত্র পলিটিকো জানিয়েছে, স্থানীয় সরকার বিল নিয়ে ইতালির পার্লামেন্টে বিতর্ক সৃষ্টি হলে আলোচনা ব্যাহত হয়। ফাইভ স্টার মুভমেন্ট দলের সংসদ সদস্য লিওনার্দো ডোনো ওই বিলের বিরোধিতা করেন এবং মন্ত্রী রবার্তো ক্যালডেরোলির সামনে আক্রমণাত্মকভাবে পতাকা নাড়ান। এর পরই শুরু হয় বিশৃঙ্খলা।

প্রধানমন্ত্রী মেলোনির জোটের সঙ্গে একদল আইন প্রণেতাও এ বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে পড়েন। ডোনো পড়ে যাওয়ার পর ঘটনাটি আরো খারাপ রূপ নেয়।

এদিকে বিতর্কিত বিলটি এখনো পাস হয়নি। বিলটির বিষয়ে বৃহস্পতিবার আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে এতিম হয়েছে ১৭ হাজার শিশু

আপনজন ডেস্ক: টানা আট মাসেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ ভূখণ্ড গাজাতে ইসরায়েলের বর্বর হামলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে কোমলমতি শিশুরা।

গাজার স্থানীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ভূখণ্ডটিতে গত ২৫০ দিনে ইসরায়েলের তীব্র হামলা ও নির্বিচার আগ্রাসনের ফলে নিহত হয়েছে ১৫ হাজার ৬৯৪ শিশু। বাবা-মা হারিয়েছে ১৭ হাজার শিশু। ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা এবং তীব্র আগ্রাসনের পাশাপাশি অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডটিতে দেখা দিয়েছে তীব্র মানবিক সংকট। খাদ্য সংকট এতোটাই দেখা দিয়েছে যে, গাজার উল্লেখযোগ্য অংশ 'দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতির' সম্মুখীন হয়েছে বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। গাজায় খাদ্য সংকটের মূল শিকার হচ্ছে শিশুরা। ইসরায়েলি বাহিনী উপত্যকাটিতে খাদ্য, পানি, ওষুধ এবং জ্বালানি সরবরাহ কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখায় গাজার হাজার হাজার ফিলিস্তিনি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে সংস্থাটি। জানা গেছে, ইসরায়েল ও গাজার চলমান যুদ্ধের কারণে অপুষ্টিতে ভুগছে ৮ হাজারেরও বেশি শিশু। বিষয়টি জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস।

এদিকে, হামাস ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছাতে পুরোপুরি সহযোগিতা করার দাবি করলেও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন, হামাসের পরিবর্তিত প্রস্তাবের কিছু দাবি কার্যকর করা সম্ভব নয়।

মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: এমপক্স বা মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন মারা গেছেন। মাঙ্কিপক্স সংক্রমণে আফ্রিকার এই দেশটিতে এটিই প্রথম মৃত্যু।

এছাড়া দেশটিতে চলতি বছর আরও কয়েকজনের শরীরে এই রোগ শনাক্ত হয়েছে।

দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জো ফাহলা ঘোষণা করেছেন এমপক্সে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিন দিন আগে গাউতেং প্রদেশের একটি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে গত সোমবার ৩৭ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি মারা যান।

তিনি আরো বলেন, চলতি বছর দেশে পাঁচজন এমপক্সে সংক্রমিত হয়েছেন, যার মধ্যে গাউতেংয়ের আরো এক ব্যক্তি রয়েছেন। এছাড়া অন্য তিনজন কোয়াজুলু-নাটালের বাসিন্দা। সংক্রমিত সকলেই ৩০ থেকে ৩৯ বছর বয়সী পুরুষ। তারা প্রাদুর্ভাবে আক্রান্ত এমন কোনো দেশ ভ্রমণ করেনি। এ কারণে ধারণা করা হচ্ছে, এই রোগটি স্থানীয়ভাবে মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে

এমপক্স রোগটি আগে মাঙ্কিপক্স নামে পরিচিত ছিল এবং ২০২২ সালের প্রথমার্ধে এটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এরপর একই বছরের বছরের জুলাই মাসে মাঙ্কিপক্স বা এমপক্সকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ডব্লিউএইচও। তবে এই রোগে সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকার কারণে প্রায় এক বছরের মধ্যেই এই সংক্রমণকে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা থেকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা করে ডব্লিউএইচও।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৬১ সংখ্যা, ১ আষাঢ় ১৪৩১, ৭ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

চোখ থাকিতেও অন্ধ!

মধ্যযুগে বিশ্বময় স্লোগান ছিল–'কিং ইজ দ্য ফাউন্ডেশন অব জাস্টিজ'। অর্থাত্ সেই যুগে শাসকের কথাই ছিল 'শেষ কথা'। ইহার পর সময় যতই গড়াইতে থাকে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই রাজার যে কোনো আদেশ-নিষেধই 'আইন' হিসাবে শিরোধার্য হইয়া উঠে। এমন একটি প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার মাটিতে দাঁড়াইয়া একটি চমকপ্রদ কথা বলিয়াছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনৈতিক তাত্ত্বিক থমাস পেইন। তাহার ভাষায়, 'ইন আমেরিকা দ্য ল ইজ কিং'। এই কথার সহজ বাংলা হইল, আমেরিকা পরিচালিত হয় আইনের মাধ্যমে। আইনই এইখানে রাজা ও সর্বেসর্বা। ইহার জলজ্যান্ত উদাহরণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পুত্র হান্টার বাইডেনের সম্প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর আইনের প্রতি বাইডেনের শ্রদ্ধা বজায় রাখিবার অঙ্গীকার। আদালতের রায়ের পর বাইডেন দ্ব্যর্থহীনচিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট, ঠিক আছে...কিন্তু মামলায় আমার ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া জুরি বোর্ডের দেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতি আমি শ্রদ্ধা বজায় রাখিব।' এমনকি মামলা চলাকালীন সময়েও বাইডেনকে একাধিক বার বলিতে দেখা গিয়াছে, হান্টার দোষী সাব্যস্ত হইলেও তিনি তাহার ক্ষমতাবলে ছেলের সাজা মওকুফ করিবেন না।

আইনের শাসনের প্রতি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এহেন দৃঢ়চেতা মনোভাব ও শ্রদ্ধা আজ থেকে প্রায় আড়াই শত বত্সর পূর্বেকার পেইনের কথাকেই যেন স্মরণ করাইয়া দেয়। শুধু আমেরিকা নহে, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড বা উন্নত বিশ্বে আইনের শাসনই রাষ্ট্রের মূল আদর্শ হিসাবে বিবেচিত ও কার্যকর। 'আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান' বলিয়া যে একটি কথা আছে, তাহা যেন কেবল উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অনেকে এই কথায় আপত্তি জানাইতে পারেন; কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বে আইনের শাসনের প্রতি যেইরূপ অবহেলা, অবজ্ঞার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এমন মন্তব্য অবান্তর নহে। আইনের শাসনের প্রশ্নে উন্নয়নশীল বিশ্বে সচরাচর আমরা কী দেখিতে পাই? এই সকল দেশে আইনের শাসনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তথা ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে আইনের চোখে সকলের সমতার কথা মুখে বলা হইলেও এইখানকার বাস্তব চিত্র বলে ভিন্ন কথা। উপরন্তু, গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত আইনের শাসন এইখানে ক্রমাবনতির পথে। এই সকল ভূখণ্ডের সরকারগুলির আচরণ ও কর্মকাণ্ডে প্রতীয়মান, এইখানে আইনের শাসন চলে না, বরং যাহা চলে তাহা হইল, 'আইন দ্বারা শাসন'! গণতন্ত্র বা আইনের শাসনের অন্যতম স্তম্ভ হইল 'নির্বাচন'; কিন্তু নির্বাচনের সময় এই সকল দেশে খোদ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ। ভোটের সময় পুলিশ, প্রশাসন এমনকি স্পর্শকাতর বিভাগকে দেখা যায় পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করিতে। তাই উন্নয়নশীল বিশ্বে আইনের শাসনের কথা বলা রসিকতার নামান্তর। আইনের শাসন না থাকিলে একটি সময়ে আসিয়া রাষ্ট্র অরাজকতার চরম পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে, দেশ ও জাতি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া যাইতে পারে। মূলত এই কারণেই উন্নত বিশ্ব সর্বাগ্রে রপ্ত করিয়াছে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ সমুন্নত করিবার বিষয়টি। অবশ্য এই মূল্যবোধ রাতারাতি গড়িয়া উঠে নাই। বরং ইহা দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফসল। আধুনিক যুগের সহিত তুলনীয় না হইলেও আইনের উত্স ও সভ্য জগত্ বলিতে সেই খ্রিষ্টপূর্ব যুগের গ্রিস বা অ্যাথেন্স নগর-রাষ্ট্রকেই সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। উপরন্তু হাজার হাজার বত্সর পরে আসিয়া আজিকার দিনেও যথার্থই বলা হয়, 'গ্রিসে আর যাহাই হউক না কেন, আইনের শাসনই এখনো সেই সমাজের মূল ভিত্তি'। আইনের শাসন কতটা আদর্শ ও অনুকরণীয়, তাহা বুঝিতে মহামতি সক্রেটিসের কথা আমরা স্মরণ করিতে পারি। সক্রেটিসের তথাকথিত বিচার ও প্রাণদণ্ড কার্যকর করিবার পর অভিযোগকারীরা অবাক হইয়াছিল এই কারণে যে, তাহাকে পালাইয়া যাওয়ার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি পালাইয়া গেলেন না, বরঞ্চ ইচ্ছা করিয়াই মামলার সম্মুখীন হইলেন! উল্লেখ্য, সেই যুগে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের নির্বাসনে পাঠানো হইত; কিন্তু সক্রেটিস স্বেচ্ছায় আইন ও বিচারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আইনের নিকট হইতে পালাইয়া যান নাই। দেশের বিদ্যমান আইনের শাসনকে কতটা গুরুত্ব দিয়া দেখা উচিত, তাহা বুঝাইতে এই ঘটনা রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে যুগের পর যুগ; কিন্তু আফসোস, উন্নয়নশীল বিশ্বের ইহা যেন চোখেই পড়ে না! কেননা তাহারা চোখ থাকিতেও অন্ধ!

•••••••••••••

সাত রাজ্যের চারটিতেই বিজেপি কেন শূন্য

এবারের লোকসভা নির্বাচনে উত্তর-পূর্ব ভারতের ভোটাররা প্রায় জোটবদ্ধ হয়ে ভোট দিয়েছেন বিজেপি ও তার শরিকদের বিরুদ্ধে। এর ফলে ৭ রাজ্যের মধ্যে ৪টিতে বিজেপি কোন আসন পায়নি। এই ৭ রাজ্যে আসনসংখ্যা কম। তাই অনেক সময় বিশ্লেষকেরা উত্তর-পূর্ব ভারতকে কম গুরুত্ব দেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের এবারের নির্বাচনের ফলাফলের রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে লিখেছেন **শুভজিৎ বাগচী...**

উত্তর-পূর্ব ভারতে আসন কম। তাই অনেক সময় ভারতের রাজনীতি-বিশ্লেষকেরা উত্তর-পূর্বকে অনেক কম গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। ২০২৪ সালে সেই উত্তর-পূর্বেই ভোটাররা প্রায় জোটবদ্ধ হয়ে ভোট দিলেন বিজেপি ও তার শরিকদের বিরুদ্ধে। তা ছাড়া কিছুটা হলেও কংগ্রেসের যেন প্রত্যাবর্তন শুরু হলো এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সহিংসতায় জর্জরিত মণিপুর থেকে। মণিপুরে দুটি আসনের দুটিই জিতেছে কংগ্রেস, যা আগে ছিল বিজেপি ও তার শরিকের দখলে।

সব মিলিয়ে উত্তর-পূর্বের ২৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি ও তার শরিকদের আসন হয়তো কমেছে মাত্র ৩টি, কিন্তু উত্তর-পূর্বের ৪টি রাজ্য মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে বিজেপির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) সাফ হয়ে গিয়েছে। চার রাজ্যের ছয় আসনের একটিও পায়নি এনডিএ।

অথচ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই ছয় আসনের মধ্যে পাঁচটি পেয়েছিল বিজেপি বা তার উত্তর-পূর্বের শরিকেরা। একটিমাত্র পেয়েছিল কংগ্রেস। মণিপুরে বিজেপি পেয়েছিল একটি এবং তার শরিক নাগা পিপলস ফ্রন্ট একটি। মেঘালয় রাজ্যে দুটি আসনের মধ্যে একটি পেয়েছিল এনডিএর শরিক ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)।

২০২৩ সালে মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর বিজেপির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে এনপিপি। ফলে এই দল এখন বিজেপির শরিক। মেঘালয়ে অপর আসনটি পেয়েছিল কংগ্রেস। নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে একটি করে আসন পেয়েছিল যথাক্রমে এনডিএর দুই শরিক ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি ও মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট।

২০২৪ সালের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবার মণিপুরের দুটি আসনই পেয়েছে কংগ্রেস, মেঘালয়ে একটি পেয়েছে কংগ্রেস এবং অপরটি একটি সম্পূর্ণ নতুন দল ভয়েস অব দ্য পিপল পার্টি (ভিওটিপিপি)। ২০২১ সালে গঠিত ভিওটিপিপি এখনো এনডিএ বা ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে কোনোটিরই শরিক নয়। জয়ের পরে দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আর্ডেন্ট মিলার বাসাইয়াওমোইট বলেছেন, তাঁদের জয় এসেছে যাবতীয় ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে। জাতীয় ও অন্য সব আঞ্চলিক দল উত্তর-পূর্ব ভারতের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করে বাসাইয়াওমোইট বলেছেন, তাঁরা চেষ্টা করবেন উত্তর-পূর্বের অন্য ব্যর্থ হওয়া দল ও জাতীয় দলগুলোর পরিবর্তিত দল হিসেবে আগামী দিনে নিজেদের সামনে আনতে।

২০২৩ সালে মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনে ১৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভিওটিপিপি ৪টিতে জেতে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকাংশ দলই নিজেদের স্বাধীন দল হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েও অতীতে শেষ পর্যন্ত মিশে গিয়েছে বিজেপি বা কংগ্রেসের সঙ্গে। তাদের ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটবে না বলেও জানিয়েছেন দলের সভাপতি।

নাগাল্যান্ডের একটিমাত্র আসন পেয়েছে কংগ্রেস এবং মিজোরামেরও একটি আসন পেয়েছে জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)। ভিওটিপিপির মতোই জেডপিএমও এখনো প্রবলভাবে বিজেপিবিরোধী দল; তবে জেডপিএম কংগ্রেসেরও শরিক নয়। দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান হলেন ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের সাবেক কর্মকর্তা লালদুহোমা।

তাঁর নেতৃত্বে গঠিত ছয়টি আঞ্চলিক দলের একটি জোট জেডপিএম। দলের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা। ২০২৩ সালের মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে জেডপিএম ৪০ আসনের মধ্যে ২৭টি জিতে বর্তমানে ক্ষমতায়। মিয়ানমার সীমান্তে বেড়া দেওয়ার প্রবল বিরোধী জেডপিএম জানিয়েছে, ভবিষ্যতে তারা এনডিএ বা অন্য কোনো বড় দলের সঙ্গী হবে না।

বিজেপির আসন খুব একটা কমল না কেন

মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে ব্যর্থতা সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বে এনডিএর আসন খুব একটা কমেনি। ২০১৯ সালে বিজেপি এককভাবে পেয়েছিল ১৪ এবং শরিকেরা ৪টি আসন। এবার বিজেপি এককভাবে পেয়েছে ১৩ এবং শরিকেরা ২টি আসন, অর্থাৎ গতবার উত্তর-পূর্ব ভারতে ইন্ডিয়া জোট পেয়েছিল মোট ১৮ আসন, এবার ১৫টি। মাত্র ৩টি আসন কমার কারণ, এই ১৫ আসনের ১১টি এসেছে আসাম থেকে। সেখানে বিজেপি তাদের ৯টি আসন ধরে রাখতে পেরেছে এবং দুই শরিক (আসাম গণপরিষদ এবং বোড়ো-অধ্যুষিত অঞ্চলে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি-লিবারেল) পেয়েছে একটি করে আসন।

বাঙালি-অধ্যুষিত ত্রিপুরার দুটি আসন এবং আদিবাসীপ্রধান অরুণাচল প্রদেশের দুটি, অর্থাৎ মোট চারটি আসন গতবারও পেয়েছিল এনডিএ, এবারও পেয়েছে। বস্তুত, চারটি আসনই পেয়েছে বিজেপি।

এর বাইরে বিস্তীর্ণ এলাকায়–অর্থাৎ চার রাজ্যে–বিজেপি ও শরিকদের আসন শূন্য। এই ফলাফলের প্রাথমিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী, যাঁর ওপর গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত সামলানোর দায়িত্ব দিয়েছে বিজেপি, সেই হিমন্ত বিশ্বশর্মা নাম না করে দোষারোপ করেছেন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে। হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, 'মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরে একটি বিশেষ ধর্মের মানুষ এনডিএর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। এ কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে, যেহেতু এই নির্দিষ্ট ধর্মের প্রচুর মানুষ ওই রাজ্যগুলোয় রয়েছে। এটা রাজনৈতিক পরাজয় নয়। ধর্মের বিরুদ্ধে কেউই লড়াই করতে পারে না। এই ধর্মের মানুষ সাধারণত রাজনীতিতে নাক গলায় না, কিন্তু এবার তারা তা করেছে। এমনকি আসামেও করেছে। তারা প্রকাশ্যেই ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করেছে।'

হিমন্ত বিশ্বশর্মার এ মন্তব্যের ব্যাখ্যায় গিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতসহ গোটা ভারতের প্রচারমাধ্যম জানিয়েছে, তিনি এবার সরাসরি আক্রমণ করেছেন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে; যদিও নির্বাচনের আগে ও নির্বাচন চলাকালে একাধিকবার বিশ্বশর্মা আক্রমণ করেছেন মুসলমান সম্প্রদায়কে। গ্রেপ্তারের পাশাপাশি নানান আইন এনেছেন আসামে এবং বুলডোজার চালিয়ে ভেঙেছেন 'অবৈধ মাদ্রাসা'।

কিন্তু নির্বাচনের পরই তিনি নাম না করে হারের জন্য দোষারোপ করেন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে। বিষয়টি উত্তর-পূর্বে আলোড়ন ফেলেছে। নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষ নিয়মিত প্রশ্ন করছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে। জানতে চাইছেন, কেন তিনি এভাবে আক্রমণ করলেন একটি সম্প্রদায়কে? মেঘালয়ের সংবাদপত্র শিলং টাইমস-এর সম্পাদক প্যাট্রিসিয়া মুখিম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'হিমন্ত বিশ্বশর্মা মণিপুর, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডে বিজেপির পরাজয়ের জন্য খ্রিষ্টান মিশনারিদের দায়ী করেছেন। আপনি মনে রাখবেন যে আদিবাসীদের সহজে বোকা বানানো যায় না।'

'কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় জয় মণিপুরে'

মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৭৫ ও ৮৮ শতাংশ। মণিপুরে খ্রিষ্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও ৪০ শতাংশের বেশি। আবার মিজোরামে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীর হার ৮৭। এদের বড় অংশই আদিবাসী সমাজের মানুষ, প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস না করা মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

অনেকেই মনে করছেন, মণিপুরে সহিংসতার কারণে খ্রিষ্টানপ্রধান তিন রাজ্য ও মণিপুরে জয় এসেছে বিজেপিবিরোধীদের। যে কারণে ওই মন্তব্য আসামের মুখ্যমন্ত্রীর। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক উদ্দীপন দত্ত অবশ্য নিশ্চিত নন মণিপুরের সহিংসতাই উত্তর-পূর্বের চার রাজ্যে বিজেপিবিরোধীদের জয় নিশ্চিত করেছে কি না। তবে অধ্যাপক দত্ত এ-ও জানান, প্রতীকী হলেও ভারতে কংগ্রেসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জয় মণিপুরে এবং এর কৃতিত্ব অনেকাংশেই রাহুল গান্ধীর।

উদ্দীপন দত্ত বলেন, 'আমি মনে করি, মণিপুরের দুই আসন ইনার ও আউটার মণিপুরের জয় প্রতীকীভাবে হলেও কংগ্রেসের জন্য সবচেয়ে বড় জয়। কারণ, দলটি বিজেপির হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের বিরুদ্ধে ঐক্য, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের পক্ষে অবস্থান নিয়ে প্রচার করেছিল। রাহুল গান্ধীর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভারত জোড়ো যাত্রার প্রধান বক্তব্য ছিল, সমাজে ভালোবাসা ও সহাবস্থানের প্রয়োজন। তবে মণিপুরের সহিংসতার পর উত্তর-পূর্বের রাজ্যে কংগ্রেসের জয়কে আদিবাসীদের সার্বিক সংহতি বলাটা একটু বেশিই বলা হবে। যে রাজ্যগুলোয় কংগ্রেস তার হারানো জায়গা ফিরে পেয়েছে, তাদের প্রত্যেকটির রাজনৈতিক বাস্তবতা ভিন্ন।'

একই সঙ্গে উত্তর-পূর্বে বিজেপিবিরোধী মনোভাব এবং কংগ্রেসের ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে রাহুল গান্ধীর ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন অধ্যাপক দত্ত। তিনি বলেন, 'তবে এটাও সত্য, রাহুল গান্ধীর মণিপুর থেকে শুরু দ্বিতীয় পদযাত্রা এই রাজ্যগুলোয় ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য দলের কর্মীদের কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছিল। একদল তরুণ ও নতুন কংগ্রেস নেতাও উঠে এসেছেন (মুকুল সাংমার মতো অনেক পুরোনো নেতার প্রস্থানের পর)। এই নেতারা আঞ্চলিক দলগুলোর নেতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন, যে আঞ্চলিক নেতারা ব্যক্তিগত লাভের জন্য বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।'

বিজেপি হারার পর নতুন করে সংঘাত মণিপুরে

মিজোরামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এক তরুণ নেতা রবার্ট রালটেক কংগ্রেসের জয়ের প্রসঙ্গে অবশ্য অন্য মত দিলেন। রালটেক বলেন, 'মণিপুরে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের চিহ্নিত করে আক্রমণ করা হয়েছে। না হলে শত শত গির্জা কীভাবে ধ্বংস হলো? এই আক্রমণ নিশ্চিতভাবেই খ্রিষ্টানদের নিরাপত্তাহীনতা উত্তর-পূর্ব ভারতে বাড়িয়েছে, যার জেরে তারা একজোট হয়ে মণিপুরে ভোট দিয়েছে কংগ্রেসকে।'

রালটেক বলেন, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ভুল বলেননি যে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় জোটবদ্ধ হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, যা তারা অতীতে দেয়নি। রালটেক আরও বলেন, 'তাদের দোষারোপ করার আগে আসামের মুখ্যমন্ত্রীর ভেবে দেখা উচিত যে অতীতে তারা জোটবদ্ধভাবে বিজেপিকে ভোট না দিলেও এবার চার রাজ্যে কেন দিল? তারা দিল, কারণ কয়েক বছর যাবৎ এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা খ্রিষ্টানদের ভাবতে বাধ্য করেছিল যে এবার মুসলমান সম্প্রদায়কে ছেড়ে তাদের ওপর আক্রমণ হবে। ভয়ে তারা এভাবে একত্র হয়ে ভোট দিয়েছে।'

তবে মণিপুরের পরিপ্রেক্ষিতে এ ফল দুই পক্ষের–মেইতেই ও কুকি-চিন-জো-হামার প্রভৃতির–বিরোধ আরও বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভোটের পর্ব মিটতেই মণিপুরে নতুন করে সংঘাত হয়েছে। গত সোমবারই আক্রমণ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীর কনভয়ে, আহত হয়েছেন অন্তত একজন নিরাপত্তাকর্মী।

জিরিবাম যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, কারণ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর কয়েক দিন ধরে সেখানে প্রবল সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। মেইতেই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সেখানে দুই জনগোষ্ঠীর বাড়িঘর পোড়ানো হয়েছে বলে দুই পক্ষই অভিযোগ করেছে।

মেইতেই সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে, তিনি ৫৯ বছরের এক কৃষক। তাঁর নাম সোইবাম শরৎকুমার সিং। তিনি তাঁর খামার থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ হয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের ক্ষত রয়েছে। অন্যদিকে কুকিসহ অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের বক্তব্য, গত এক মাসে তাদের অন্তত দুই সদস্য নিখোঁজ হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে একজনের লাশ পাওয়া গিয়েছে।

এই দুই ব্যক্তির অপহরণ এবং এক ব্যক্তির মৃত্যুর পেছনে মেইতেই সম্প্রদায়ের সশস্ত্র চরমপন্থী সংগঠন আরামবাই টেঙ্গলের হাত রয়েছে বলে কুকি সমাজের বিবৃতিতে ১০ জুন জানানো হয়। এ ঘটনার জেরে জিরিবামে আরও সহিংসতার আশঙ্কা করে প্রশাসন ইতিমধ্যেই ২০০ জনকে ত্রাণশিবিরের স্থানান্তরিত করেছে।

এক বছর ধরে মেইতেই সম্প্রদায়ের হাতে মার খেয়ে এখন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি হারার পর পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করছে কুকিরা। কারণ, আসামের মুখ্যমন্ত্রী মেইতেই সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে কয়েক বছর ধরে কাজ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগের নির্দিষ্ট প্রমাণও রয়েছে, যা এর আগেই প্রচারমাধ্যমে এসেছে। এ কারণেই এখন শুরু হয়েছে পাল্টা আক্রমণ। প্রধানত, খ্রিষ্টানপ্রধান রাজ্যগুলোয় বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ হেরে যাওয়ায় এ সংঘাত এখন উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক দিকে চলে যায় কি না, সেটাই দেখার। সে ইঙ্গিতই কিন্তু আপাতত দিয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

সৌজন্যে: প্র. আ.

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তী একটি সমীক্ষা

পাভেল আখতার

যারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিভাজনের রাজনীতি করে তাদের স্পষ্ট চেনা যায়! কিন্তু, যে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মনে করে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিভাজনের বিরোধী, ধর্মের নামে ধর্মান্ধতার বিরোধী, তারা আজ অবধি কী এমন 'কাজ' করেছে যে, আজও সমাজ নিয়ে হতাশার ছবি উজ্জ্বল হয়ে রয়ে গেল? একথা বলার কারণ, সামগ্রিকভাবে দেখলে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের ফলাফল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিভাজনের রাজনীতির প্রতি গরিষ্ঠ মানুষের অনাস্থা প্রমাণ করে না। অতএব, যারা এই ফলাফল দেখে খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন তারা খুব একটা গভীর রাজনৈতিক মননের পরিচয় দিচ্ছেন না। তার কারণ হ'ল, সমাজ পরিসরে মানুষের মনে 'সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ' নামক অপবস্তুটি যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকবে ততক্ষণ চিন্তামুক্ত হওয়া নির্বুদ্ধিতা। কারণ, যুক্তি বলে যে, সেটা বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি ; যেহেতু সাম্প্রদায়িক শক্তি হাল ছেড়ে দেয়নি বা নিষ্ক্রিয় হয়নি। হাতে নগদ ফলাফলের সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার শক্তিহ্রাস কল্পনা করা একটি নেহাতই মূর্খামি ; যেহেতু সমাজমানসে তার বীজ রয়ে গেছে! এই আবহে মানুষের মনের শুদ্ধিকরণে ও সম্প্রীতির সদভাবনার বিকাশে বিদ্বেষ ও বিভাজনের বিরোধী যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের দায় ও কর্মতৎপরতার গুরুত্ব অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গের কথায় আসা যাক। আগে একটু পেছন ফিরে দেখা যাক। প্রেক্ষাপট ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। বাম ও কংগ্রেসের জোট হয়েছে। ভোটের মাত্র কিছুদিন আগে। এই জোট হওয়ার ফলে 'উচ্ছ্বাস' ফেনিল হয়ে ওঠে, যেন তারাই এবার ক্ষমতায় আসছে! টিভিতে নিত্যদিনের টক শো-তেও তারই প্রতিফলন। সেসময় একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, বাংলার পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই রাজ্যের মানুষ কাউকে যেমন সহজে পছন্দ করে না, তেমনই সহজে কাউকে অপছন্দও করে না। এবং, সেই পছন্দ বা অপছন্দ দুটোই বিপুলভাবে হয়। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী মিলে গিয়েছিল। এবার লোকসভা ভোটে বামপন্থীরা আবার জোট করেছিল। ভাবনায়

পার্থক্যটা কেবল এই যে, তারা ক্ষমতায় ফেরার আশা স্বভাবতই এবার করেনি, কারণ ভোট ছিল লোকসভার। কিন্তু, জোটের জন্য যে তাদের বিরাট কিছু 'প্রাপ্তি' অপেক্ষা করছে সেই উচ্ছ্বাসটা হয়তো এবারও ছিল। বোঝা যাচ্ছে, 'অভিজ্ঞতা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক'-- এই প্রবাদে তারা বিশ্বাস হারিয়েছে। বস্তুত, বামপন্থীরা রাস্তায়, মাটিতে, মানুষের সঙ্গে থাকার পরিবর্তে কেবল বক্তৃতায় যেদিন থেকে অভ্যস্ত হয়েছে সেদিন থেকেই তারা জনগণের 'পালস' বুঝতে ব্যর্থ। প্রসঙ্গত, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিভ্রান্ত মন ও মনন যদি এই প্রশ্ন তোলে যে, কেন বাংলার মানুষ বাম অথবা কংগ্রেসকে বিকল্প ভাবতে পারে না, তাহলে আগে ভাবতে হবে যে, তাদের কোন কাজের দ্বারা তারা 'বিকল্প' হয়ে উঠেছে? আদতে আমরা কেমন 'বিকল্প' দেখছি, যারা অনুদান বা ভাতাকে বিদ্রুপ করতে ছাড়ছে না! এভাবে কি গরিষ্ঠ মানুষের হৃদয় জয় করা যায়? অনুদান বা ভাতা পেয়ে শাসক দলকে ভোট দেওয়ার যে অভিযোগটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের তরফে বিপুল প্রান্তিক, সাধারণ মানুষদের উদ্দেশে করা হয় তা যে খুবই অশ্লীল ও অমানবিক তাতে কোনও সন্দেহ নেই! আসলে মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে তৃণমূল স্তরের মানুষকে দেখার প্রবণতাটি চিরকালই ত্রুটিপূর্ণ থেকেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মধ্যবিত্তের আদর্শবোধ কি নুন আনতে পান্তা ফুরোনো প্রান্তিক মানুষদের স্পর্শ করতে সক্ষম? চাকরিতে অনিয়ম বা দুর্নীতি নামক ইস্যুর সঙ্গে প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার সত্যিই কি কোনও সম্পর্ক আছে যে, ভাতা বা অনুদান পেয়ে তারা সেই দুর্নীতি কীভাবে ভুলে যেতে পারছে এই প্রশ্ন তোলা যায়? আদতে ভাতা বা অনুদান ও চাকরি প্রতিটি বিষয়ই স্বতন্ত্র এবং একে অপরের সঙ্গে যে সম্পর্কহীন সেকথা মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের জন্যেই বুঝতে অপারগ। 'দুর্নীতি' আমাদের সমাজে রাজনীতি-নিয়ন্ত্রক ইস্যু কোনও দিনই ছিল না। তার সমাজতত্ত্বগত কারণ অনেক গভীর। সেই আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। কেবল বলি, দুর্নীতি ইস্যুতে আমাদের একটি বড় ত্রুটি হচ্ছে, আমরা কেবল চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়েই মুখর হই। অথচ, দুর্নীতির ব্যাপ্তি অকল্পনীয়। এবং, আরেকটি ত্রুটি হল, কেবল প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি নিয়ে মুখরতাও নিরর্থক। একটি ক্রিয়া যখন দ্বৈত প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয় তখন দাতা নিরুপায় হয়ে গ্রহীতাকে উৎকোচ দেয় এটা হচ্ছে চরম ভুল কথা। ক্রমাগত উৎকোচ দিয়েই যে উৎকোচ গ্রহীতার অভ্যাসকে বলিষ্ঠ করে তোলা হয় সেকথা কে অস্বীকার করবে? এভাবে এমন একটা সিস্টেম গড়ে উঠেছে, যার দায় আসলে গোটা সমাজের! অতএব, 'দুর্নীতি' নামক ক্রিয়ায় যখন সমাজের অংশগ্রহণ আছে তখন সেই সমাজই আবার তার বিরুদ্ধে 'অবস্থান' নেবে এটি আদতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিছক একটি বায়বীয় চিন্তাধারা!

এই রাজ্যে বামপন্থীদের 'শূন্য' হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের সমালোচনা অব্যাহত। এই সমালোচনার মূলে আছে মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত রাগ ও ক্ষোভ। নইলে একটি দল ভোট রাজনীতিতে শূন্য হয়ে যাওয়ার পরও তাদের কট্টর সমালোচনা অর্থহীন। মজার বিষয় হল, শূন্য হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বামেদের পুনরায় উত্থান যেন না হয় সেই প্রচ্ছন্ন শঙ্কাটিও কিন্তু বাস্তব। প্রশ্ন হল, কথিত শঙ্কার কারণ কী? সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলের কাছে বামপন্থা এজন্যেই চরম অপছন্দের যে, এই রাজনৈতিক পন্থাটিই যথার্থ অর্থে শোষণহীন মুক্ত সমাজ, সামাজিক ন্যায় ও সমতার কথা বলে। এবং, ধর্ম সম্পর্কে নির্লিপ্ত হওয়ার জন্য তারা সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করে। আর, এই দুটির সঙ্গেই দক্ষিণপন্থার কমবেশি, সূক্ষ্ম-স্থূল বিরোধ বা পার্থক্য আছে।

এখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে যে, তাহলে বামপন্থীদের ভরাডুবির কারণ কী, যদি এত 'উত্তম আদর্শ' তাদের থেকে থাকে? গোটা পৃথিবীতেই দক্ষিণপন্থী রাজনীতির উত্থান ও কর্তৃত্বের স্রোত বইছে, যার মূলে আছে বিরাট পুঁজির যোগান। পুঁজি ছাড়া দক্ষিণপন্থী রাজনীতি অচল। তাদেরকে কেন শ্রমিক বা কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় না? তার কারণই হল শ্রমিক বা কৃষক অবস্থান করে সেই পুঁজির বিপরীত বিন্দুতে। বামপন্থী দলগুলো আদর্শগতভাবে হয়তো সঠিক অবস্থানে আছে, কিন্তু যে মৌলিক বিপর্যয়টা ভেতরে ভেতরে ঘটে গেছে তা হল আদর্শ অনুযায়ী লড়াই বা সংগ্রামের অভাব। মাটির সঙ্গে তাদের সংলগ্নতার অভাব। আবার তারও মূলে আছে দলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান, বিকাশ ও কর্তৃত্ব। এর সাক্ষাৎ ফলাফল হচ্ছে এই, বিপুল জনগণের জীবনে দক্ষিণপন্থার অনিঃশেষ প্রভাব। আপাতত এর থেকে মুক্তির সম্ভাবনা কম কিংবা নেই বললেই চলে !

প্রথম নজর

নিটে সর্বভারতীয় প্রথম রূপায়ণকে সংবর্ধনা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গত ৪ঠা জুন ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট বা নীট পরীক্ষায় ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৭২০ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম স্থান অধিকারকারী রূপায়ণ মণ্ডলকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র সরকারি বিদ্যালয় নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন এর এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষার্থী ছিল রূপায়ন। উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পরেই প্রথমবারের চেষ্টায় সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সারা ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে সে।নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক মাসুদ আলম বলেন, 'বিদ্যালয়ের ২০০ বছর পূর্তি হচ্ছে এবছর, তার মধ্যেই বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করলো রূপায়ণ মন্ডল। ২০০ বছর উপলক্ষে বিদ্যালয়ে চালু হওয়া 'এনবিআই রত্ন' পুরস্কার প্রথমবার অর্জন করলো রূপায়ণ মন্ডল।' বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাগানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে রূপায়ণ মন্ডলের হাতে তুলে দেওয়া হয় এনবিআই রত্ন পুরস্কার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা লালবাগের মহকুমা শাসক ডঃ বনমালী রায়, মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবু তাহের খান, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর, ছোটে নবাব সৈয়দ রেজা আলী মির্জা সহ স্কুলের শিক্ষকরা। বিদ্যালয়ের বহু প্রাক্তনীরাও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্কুল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সাংসদ আবু তাহের খান ব্যক্তিগত ভাবে সংবর্ধনা তুলে দেন রূপায়নের হাতে। রূপায়ণ সহ আরও এক ছাত্র তুহিন সুভ্র দাস নীটে ভালো ফল করেছে এবছর। তার হাতেও সংবর্ধনা তুলে দেওয়া হয় এদিন।

ইকরা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পরিবেশ পদযাত্রা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত তাপমাত্রায় মানুষ প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছে। গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা কতটা মানুষ বুঝতে পারছে । আগামি দিনে জল সংরক্ষণ না করতে পারলে মানুষ খাবার জল পাবে না । পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে বর্ধমান শহরে কমল সাগর মসজিদ সংলগ্ন এলাকা থেকে রাজ কলেজ মোড় পর্যন্ত ইকরা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা মিলিত হয়ে পদযাত্রার ব্যবস্থা করা হয় ।

এই পদযাত্রাতে সাহায্য ও সহযোগিতায় ছিল শ্রী সবুজের অভিযান গোষ্ঠী। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন ও ওষ্ঠাগত প্রতিনিয়ত বৃক্ষ ছেদন করার ফলে মানুষ এখন হুমকির মুখে ।পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে যে কোন সময়। সেই অবস্থায় পরিবেশকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নিয়ে বর্ধমান শহরের ঐতিহ্যমন্ডিত ইকরা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল প্রতিনিয়ত মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিয়ে আসছে । স্কুলের কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীরা ফেস্টুন ব্যানার নিয়ে সবুজের কেন প্রয়োজনীয়তা কেন গাছ লাগাতে হবে কেন জল সংরক্ষণ করতে হবে তার বার্তা দেন । আজকে এই পদযাত্রায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড. রমজান আলি , তালিত গৌড়েশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিখিল কুমার খান, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার আক্কাস আলী, শিক্ষক ওসমান গনি , বট মুন্সি নামে খ্যাত মুন্সি সুফি আলম, সমাজসেবী সৈয়দ আরজাদ হোসেন,মৌলানা হানিফ ,মুফতি রবিয়েল সহ অনেক মসজিদের ইমাম এবং ইকরা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সম্পাদক ওমর ফারুক উপস্থিত ছিলেন । ওমর ফারুক বলেন এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যেতে হবে না হলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা কি জবাবদিহি করব। সাহিত্যিক ডক্টর রমজান আলী বলেন চীন দেশে দেখে এসেছি কংক্রিট তুলে তারা রাস্তার পাশে গাছ লাগাচ্ছে এবং সেখানে সবুজে ভরে উঠেছে সেরকম ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে করতে হবে না হলে আগামী দিনে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হব। প্রাক্তন পুলিশ অফিসার আক্কাস আলী বলেন বিশ্বে অনেক দেশ বা শহর পানীয় জল শূন্য হিসেবে ঘোষণা করেছে । আমাদেরকে এখন থেকে জল সংরক্ষণ করতে হবে জল অপচয় বন্ধ করতে হবে এবং গাছ লাগানোর ব্যবস্থাও করতে হবে।

সাংসদ আবু তাহেরকে সংবর্ধনা

আপনজন: পুনরায় সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আবু তাহের খান। তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌর বোর্ডের পক্ষ থেকে। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। ছবি: সারিউল ইসলামা

কংগ্রেস কর্মীকে খুন করার চেষ্টা, অভিযোগের তীর তৃণমূল বিরুদ্ধে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আবারো ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটলো মালদায়। এবারে এক কংগ্রেস কর্মীকে পিটিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল শাসকদলের তৃণমূল বিরুদ্ধে। ঘটনায় আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মী গুরুতর আশঙ্কা জনক অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে মালদার এক বেসরকারি হাসপাতালে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির অধীনস্থ জানুটলা এলাকায়। জানা গেছে আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মীর নাম অরুন মন্ডল। তার পরিবারগের অভিযোগ গত মঙ্গলবার রাতে অরুন মন্ডল এক জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এক বন্ধুর বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন ওই সময় সাহিল আপুর বিজয় মোড়ের কাছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তার উপর হামলা চালিয়ে তাকে মারধর করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কোপ মেরে সম্পদ দেয়। পরে আক্রান্তকে ভর্তি করা হয় মালদার এক বেসরকারি হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এই ঘটনার পরিবারে পক্ষ থেকে বুধবার গোলাপগঞ্জ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগে মূল অভিযুক্ত হিসেবে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বামী তথা তৃণমূল নেতা তরুণ ঘোষ ও তার দলবলের নাম রয়েছে বলে জানা গেছে।

স্বভাবতই এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান উত্তর। গোটা ঘটনায় জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব তৃণমূল এবং পুলিশ প্রশাসনের করা সমলচচনা করেছেন । যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি এই ঘটনা রাজনৈতিক কারণে ঘটেনি। সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সঙ্গে লড়াই হয়েছে । সেই লড়াই এর সমাজ বিরোধী গ্রামবাসীদের লড়াই হয়েছে। এ বিষয়ে অরুন মন্ডল আক্রান্ত হয়েছেন। তবে সঠিক কি ঘটনা ঘটেছে, এই ঘটনাকে কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে ।

চুরি যাওয়া ৩০টি মোবাইল পুলিশের সৌজন্যে ফেরত পেলেন মালিকরা

এম মেহেদী সানি ● মছলন্দপুর

আপনজন: মোবাইল হয় চুরি হয়ে গিয়েছিল, নয়তো গিয়েছিল হারিয়ে। তারপর সেইসমস্ত মোবাইলের মালিকরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিল পুলিশের কাছে। আর এমনই অভিযোগ পেয়ে উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গা থানার অধীনে থাকা মছলন্দপুর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ৩০টি মোবাইল উদ্ধার করে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে তিন মাসের প্রচেষ্টায় মছলন্দপুর তদন্ত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিপ্লব সরকারের তত্বাবধানে বিশেষ একটি দল ওই ৩০টি মোবাইল উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বাভাবিকভাবে খুশি তারা । চুরি বা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল খুঁজে বের করে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মছলন্দপুর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারা ।

এ দিন উপস্থিত ছিলেন হাবড়ার এসডিপিও প্রসেনজিৎ দাস। তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন বারাসাত পুলিস জেলায় এসপি এবং অ্যাডিশনাল এসপিদের নির্দেশে এবং অনুপ্রেরণায় আমাদের সমস্ত অফিসাররা অপরাধ দমনে সর্বদা সক্রিয়। উন্নত টেকনোলজি ব্যবহার করে হারানো এবং চুরি যাওয়া ফোন গুলো উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানান এসডিপিও। এ সময় মছলন্দপুর তদন্ত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও প্রাক্তন এসওজি ওসি বিপ্লব সরকারের দক্ষতার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং মোবাইল উদ্ধার নিয়ে তৎপরতায় তাঁর এবং তার বিশেষ দলকে ধন্যবাদ জানান, পাশাপাশি সকলকে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন এসডিপিও প্রসেনজিৎ দাস। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পিংকি ঘোষ।

পুলিশের তরফ সাধারণ মানুষের হাতে তাদের হারানো এবং চুরি যাওয়া মোবাইলগুলি তুলে দিতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনিও। মোবাইল ফোন ফিরে পাওয়া বিকাশ রঞ্জন দাস, দেবরাজ সরকারদের কথায় 'পুলিশের কাছে আমরা গর্ববোধ করছি, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' ফোন ফিরে পেয়ে তাদের ফোন কিভাবে হারিয়েছিল বা কিভাবে চুরি হয়ে গেছিল সেই ঘটনাও তুলে ধরেন বেশ কয়েকজন।

হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদা তে এ যেন একটি নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকলো বাংলা। শিক্ষাঙ্গনে ঝড়লো রক্ত। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক সহ সদস্যদের লোহার রড এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারধরের অভিযোগ প্রধান শিক্ষক সহ দুই অশিক্ষক কর্মীর বিরুদ্ধে। যে ঘটনায় স্তম্ভিত অভিভাবক মহল। সকলে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

এই গন্ডগোলের নেপথ্যে প্রধান শিক্ষকের লাগামছাড়া দুর্নীতি, এমনটাই অভিযোগ ম্যানেজিং কমিটির সহ অভিভাবকদের। যদিও সমস্তটাই চক্রান্ত বলে দাবি প্রধান শিক্ষকের। প্রধান শিক্ষক এবং এক অশিক্ষক কর্মীকে আটক করল পুলিশ। প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির কথা মেনে নিল তৃণমূলও। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার টাল বাঙ্গরুয়া হাই মাদ্রাসা তে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক খায়রুল আলমের বিরুদ্ধে পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, রূপশ্রী সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পে নয় ছয় করার অভিযোগ উঠেছিল।

সম্প্রতি ওই মাদ্রাসার মিড ডে মিল নিয়ে বেশ কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে। এমনকি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধ মিড ডে মিল প্রকল্পের চাল চুরির অভিযোগ ওঠে। এদিন এই অভিযোগ গুলো খতিয়ে দেখতে মাদ্রাসায় যান নব-নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক এবং কয়েকজন সদস্য।তারা প্রধান শিক্ষককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে উল্টে প্রধান শিক্ষক খাইরুল আলম আক্রমণ করেন সেক্রেটারি আব্দুল মাতিন ও অন্যান্য সদস্যদের ওপর।

অভিযোগ ওই সময় মাদ্রাসার দুই অশিক্ষক কর্মীর সহযোগিতায় প্রধান শিক্ষক ওই তিনজন ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মারধর করেন। এমনকি সেক্রেটারিকে চাকু দিয়ে কোপানো পর্যন্ত হয় বলেও অভিযোগ। এরপরই গন্ডগোলের আওয়াজে স্থানীয় বাসিন্দা এবং অভিভাবকরা ছুটে আসে। তারপরই প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে এলাকার বাসিন্দাদের গন্ডগোল বেঁধে যায়। আহত ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি এবং অন্যান্যদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গন্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এবং ভালুকা ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী।

প্রধান শিক্ষক খাইরুল আলম, গোলাম রব্বানী নামের অশিক্ষক কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর।

ট্রেন থেকে ইলেকট্রিক পোলের ধাক্কায় মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● রামপুরহাট

আপনজন: ঈদের আগে মহারাষ্ট্রের পুনা থেকে বাড়ি ফেরার পথে মৃত্যু হলো এক পরিযায়ী শ্রমিকের। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনের গেটে বসার মাশুল দিতে হলো নিজের প্রাণ দিয়ে। ঘটনাটি ঘটেছে রামপুরহাট রেলস্টেশন ঢোকার আগে শ্রীকৃষ্ণপুর পাখুড়িয়া রেল লাইনে। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আব্দুল মোমিন ।বয়স ৩০ বছর। বাড়ি মালদা জেলার ইংলিশ বাজার থানার ভোনপুর গ্রামে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান রামপুরহাট স্টেশন ঢোকার আগে আব্দুল মোমিনের মোবাইল ট্রেন থেকে নিচে পরে যায় ।এরপরেই পাশের সঙ্গীকে ট্রেনের চেন টানতে বলেন। ঠিক তখনই চলন্ত ট্রেন থেকে মোমিন মাথা বাইরে বের করে মোবাইলটি দেখতে যায়। সেই সময় বাইরের ইলেকট্রিক পোলে সজোরে ধাক্কা লেগে ট্রেন থেকে নীচে পড়ে যায়।

ঘটনায় মোমিনকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

তিস্তায় জলস্ফীতি, বন্ধ হল কালিম্পং দার্জিলিং সড়ক পথ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলিগুড়ি

আপনজন: তিস্তায় প্রবল জলস্ফীতি, বন্ধ হয়ে গেল কালিম্পং দার্জিলিং সড়ক পথ। গত কয়েকদিন থেকেই উত্তরবঙ্গ সহ দার্জিলিং ও সিকিমে ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে।বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীগুলির প্রবল জলস্ফীতি হয়েছে।গত রবিবার ধসের কারণে সিকিমে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নয়টি বাড়ি ধসে গিয়েছে,মৃত্যু হয়েছে তিনজনের।গতকাল সারাদিন ধরেই উত্তর সিকিমে ভারী বৃষ্টিপাত এবং গতকাল রাতেও সিকিম সহ দার্জিলিং পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য তিস্তায় প্রবল জলস্ফীতি হয়েছে।এই জলস্ফীতি মনে করিয়ে দেয় গত ৪ই অক্টোবর এর তিস্তার ভয়াবহ রূপ কে।তিস্তা বাজারের কাছে কালিম্পং থেকে দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা বিপদজনক হয়ে যাওয়ায় কালিম্পং থেকে তিস্তা বাজার হয়ে দার্জিলিংয়ের যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন।তিস্তা বাজার,গেল খোলা সহ বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার উপর তিস্তার জল চলে এসেছে।বেশ কিছু বাড়িও তিস্তার চরে বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে।গতকাল রাত থেকেই পুলিশ মাইকিং করে এইসব অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের সাবধান করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।তবে তিস্তার যা অবস্থা এবং যেভাবে ক্রমাগত বৃষ্টির জন্য রাস্তার বিভিন্ন অংশ সহ বেশ করা কিছু বাড়ীঘর ডুবে আছে। বৃষ্টি না কমলে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন,সিভিল ডিফেন্স এবং এন ডি আর এফ এর দল যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত আছে।

শান্তিপূর্ণ ঈদ পালনে বৈঠক মাড়গ্রাম থানায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: ১৭ই জুন সমগ্র দেশের মুসলিমরা ঈদুল আযহা উৎসব পালন করবেন।দেশের অন্যান্য অংশের পাশাপাশি বীরভূম জেলার মাড়গ্রাম থানার বিভিন্ন এলাকায়ও যথাযথভাবে পালিত হবে পবিত্র ঈদুল আযহা। এই উৎসবে যেন স্থানীয় থানা এলাকার সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন ভালোভাবে উদযাপন করতে পারেন এবং উক্ত উৎসবকে ঘিরে এলাকায় কোনরকম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার বাতাবরণ তৈরি না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই মূলতঃ মাড়গ্রাম থানা এলাকার এলাকার বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বৃহস্পতিবার স্থানীয় থানা কক্ষে একটি শান্তি বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এদিনের শান্তি বৈঠক উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট এসডিপিও, রামপুরহাট সার্কেল ইন্সপেক্টর, রামপুরহাট দুই নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বসোয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বি এম ও এইচ, মাড়গ্রাম থানার ওসি মহম্মদ মিকাইল মিঞা, রামপুরহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছাড়াও মাড়গ্রাম থানা এলাকার সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উপপ্রধান সহ বিভিন্ন মসজিদের পেশ ইমাম ও অন্যান্য সদস্যগণ।

ডায়মন্ডহারবার থানায় বৈঠক ইমামদের নিয়ে

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: ত্যাগের মহিমা নিয়ে ঈদুল আজহা উদযাপনে প্রস্তুত গোটা বিশ্ব। ঈদের দিন সকালে ঈদ জামাতে শরিক হয়ে নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে শুরু হবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ঈদ উদযাপন। ঈদে স্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে তারই আগে ডায়মন্ড হারবার থানার উদ্যোগে এসডিপিও শাকিল আহমেদ এর ব্যবস্থাপনায় থানায় এলাকার ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সঙ্গে নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডা: হা: বিধায়ক পান্নালাল হালদার, জেলা পরিষদের সদস্যা মনমোহীনি বিশ্বাস ,টাউন যুব সভাপতি সৌমেন তরফদার, ডায়মন্ড হারবার থানার সকল প্রশাসনিক আধিকারিক।

ঈদ উল আযহা নিয়ে বৈঠক চন্ডীতলা থানায়

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: বৃহস্পতিবার ঈদ উল আযহা উপলক্ষে চন্ডীতলা থানায় প্রশাসনিক বৈঠক হল। চন্ডীতলা থানায় বৈঠক শুরু হয় বৈকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ।উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা গ্রামীন পুলিশের এসডিপিও মহাশয় এ ছাড়া সি আই চন্ডীতলা এবং চন্ডীতলা থানার ওসি জয়ন্ত পাল মহাশয়। চন্ডীতলা ১ নম্বর এবং দুই নম্বর ব্লকের মসজিদের ইমামগণ উপস্থিত ছিলেন। আজকের অনুষ্ঠানে হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের এসডিপি ও এবং সিআই চন্ডীতলা এছাড়া চন্ডীতলা থানার ওসি জয়ন্ত পাল মহাশয় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ঈদুল আযহার সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, কোরবানি অবশ্যই করবেন, কিন্তু তা সাবধানতার সঙ্গে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাস ও লরির সংঘর্ষে আহত কমপক্ষে ১৫

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: পুরুলিয়ার বালারামপুরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে লরির ধাক্কায় গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন যাত্রী। বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বলরামপুর পুরুলিয়া ৩২ নং জাতীয় সড়কে। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন বলরামপুর থানার পুলিশ। তারপরেই স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের স্থানীয় বাঁশগড় হাসপাতালে নিয়ে আশা হয় চিকিৎসার জন্য। জানা যায় সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর গুরুতর আহতদের পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্মেন্ট কলেজে ও হাসপাতালে স্থান্তারিত করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় পুরুলিয়ার দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে একটি লরি আসছিলো। অন্যদিকে বলরামপুর থেকে বরাবাজার গামী একটি যাত্রীবাহি বাস যাচ্ছিলো। আর ঠিক তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি যাত্রীবাহি বাসের মাঝ বরাবর ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় চালক,সহকারী সহ ১৫জন যাত্রী।

প্রবল ঝড় বক্রেশ্বর ও দুবরাজপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: দিন কয়েক তীব্র দাবদাহের পর বীরভূম জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় সন্ধ্যার দিকে ব্যাপক ঝড় বৃষ্টি হয়। আর এই প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে ভেঙে পড়লো দুটি গাছ । একটি হল বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের গোয়ালিয়ার পঞ্চায়েত সংলগ্ন বহু প্রাচীন অশ্বত্থ বা পাকুড় গাছ। শতাধিক প্রাচীন এই গাছটি পাখিদের বাসস্থান ,বহু মানুষের আশ্রয়স্থল। গাছটি ভেঙে যাওয়াই ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । বেঁকে যায় বিদ্যুতের খুঁটি। পুরো এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুবরাজপুর থেকে বক্রেশ্বর যাওয়ার রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে । স্থানীয় মানুষ উদ্ধার কাজে নেমে পড়ে । পাশাপাশি প্রশাসন দপ্তরকেও এ ব্যাপারে অবগত করা হয় ।

কবি গৌতম রায়ের স্মরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: চব্বিশ বছর আগে ভেলোরে বড়ো মেয়ের চিকিৎসা করাতে গিয়ে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রান হারান পিতা। সংসারে চার বোন ও মা কে নিয়ে চলে কঠিন জীবন সংগ্রাম। দীর্ঘ চব্বিশ বছর জীবন লড়াই সংগ্রামের পাশাপাশি পিতার স্বপ্নের ডালি নিয়ে ১২ ই জুন সন্ধ্যায় লোকপুর মহামায়া মন্দির সংলগ্ন স্থানে গৌতম রায়ের স্মৃতি সন্ধ্যা নামক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। গৌতম বাবু লোকপুর গ্রামের বাসিন্দা তথা রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর হাইস্কুলের গনিতের শিক্ষক ছিলেন। সেই সাথে আঞ্চলিক কবিতা লিখে বেশ সুনাম অর্জন করেন।পাশাপাশি বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য হিসেবেও জেলা ব্যাপী বিভিন্ন সচেতনতা মূলক নাটক বা ম্যাজিকের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে গেছেন।

কোপার শেষ প্রস্তুতিতে হোঁচট ব্রাজিলের

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকার আগে নিজেদের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচটা জিততে পারল না ব্রাজিল। ফ্লোরিডায় ক্যাম্পিং ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়ামে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ২০ জুন থেকে কোপা আমেরিকা শুরুর আগে এটাই ছিল ব্রাজিলের শেষ প্রীতি ম্যাচ।
১৭ মিনিটে রদ্রিগোর গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। রাফিনিয়ার পাস থেকে বাঁ পায়ের নিচু শটে গোল করেন রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার। তাঁর গোলের ৯ মিনিট পরই সমতায় ফেরে যুক্তরাষ্ট্র। মিডফিল্ডার হোয়াও গোমেজ ফাউল করায় ফ্রি কিক পেয়েছিল স্বাগতিকেরা। মানবদেয়ালের নিচ দিয়ে মাটি কামড়ানো শটে ফ্রি কিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সমতাসূচক গোলটি এনে দেন এসি মিলান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচ। কোপা আমেরিকা শুরুর আগে এটা যুক্তরাষ্ট্রেরও শেষ ম্যাচ।
কলম্বিয়ার বিপক্ষে গত সপ্তাহে ৫-১ গোলে হেরেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেখান থেকে শুধু ঘুরে দাঁড়ানো নয়, ব্রাজিলের বিপক্ষে টানা ১১ ম্যাচ হারের পর ড্রয়ের মুখ দেখল স্বাগতিকেরা। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ১৮ জয়ের বিপরীতে এ পর্যন্ত একটি ম্যাচই হেরেছে ব্রাজিল। সেটি ১৯৯৮ কনকাক্যাফ গোল্ড কাপ সেমিফাইনালে।
যুক্তরাষ্ট্রের গোলকিপার ম্যাট টার্নার আজকের ম্যাচে ১১টি সেভ করেন। ২০১৪ বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের বিপক্ষে টিম হাওয়ার্ডের ১৫ সেভের পর যুক্তরাষ্ট্রের কোনো গোলকিপারের এটাই সর্বোচ্চ সেভের নজির। তবে ক্যাম্পিং ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়ামে ৬০ হাজারের বেশি দর্শকের সামনে যুক্তরাষ্ট্রই ব্রাজিলের আগে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।
যুক্তরাষ্ট্রের এসি মিলান মিডফিল্ডার ইউনুস মুসা ম্যাচের ৫ মিনিটে ২৫ গজ দূরত্ব থেকে বুলেট গতির শট নিয়েছিলেন। বলটি ক্রসবারে লেগেছে।
তবে ব্রাজিলের এগিয়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারব্যাক টিম রিয়েমের ভুল খুঁজে পেতে পারেন অনেকে। গোলকিপার টার্নারকে ব্যাক পাস দিয়েছিলেন রিয়েম।
ব্রাজিল মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারেজ পাসটি ধরে রাফিনিয়াকে দেন। সেখান থেকে বল পান রদ্রিগো। ৮ গজ দূরত্ব থেকে গোল করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি রদ্রিগোর।
৭০ মিনিটের পর চার-পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেন যুক্তরাষ্ট্রের গোলকিপার টার্নার। গিমারেজের বদলি হয়ে নামা ১৭ বছর বয়সী এনদ্রিকের শট ৭০ মিনিটে রুখে দেন টার্নার। ৪ মিনি পরই রদ্রিগো এবং ৮৭ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের শট ঠেকান টার্নার। যোগ করা সময়ের ৬ মিনিটে ব্রাজিলের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার আন্দ্রোস পারেইরার ফ্রি কিকও ঠেকান যুক্তরাষ্ট্র গোলকিপার। আলিসনও ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেন। ৬৮ মিনিটে পুলিসিচ ও ৮০ মিনিটে ব্রেন্ডন অ্যারনসনের শট রুখে দেন ব্রাজিল গোলকিপার।
গত শনিবার মেক্সিকোর বিপক্ষে ৩-২ গোলে জিতেছিল ব্রাজিল। সেই ম্যাচের একাদশে ১০টি পরিবর্তন আনেন ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র।
ম্যাচ শেষে ব্রাজিল তারকা রদ্রিগো বলেছেন, 'ম্যাচটি কঠিন ছিল, তবে আমরা সব সময় জিততে চাই। আমরা যেন না হারি সেটা নিশ্চিত করতে হবে অনুশীলনে। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কঠিন পরিস্থিতিতে ফেললেও আমরা কিন্তু প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছি, (গোল করার) অসংখ্য সুযোগও পেয়েছি।'

এমবাপ্পেকে কড়া জবাব দেওয়া মেসি ক্যারিয়ার শেষ করতে চান মায়ামিতেই

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল নিয়ে কিলিয়ান এমবাপ্পের বিতর্কিত মন্তব্য নতুন কিছু নয়। রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া ফ্রান্সের এই ফরোয়ার্ড ২০২২ সালের মে মাসে বলেছিলেন, 'দক্ষিণ আমেরিকায় ফুটবলের মানে ইউরোপের মতো উন্নত নয়। তাই আপনি যদি গত কয়েকটি বিশ্বকাপের দিকে তাকান, দেখবেন ইউরোপীয়রাই জিতেছে।' এমবাপ্পের কথাটি নিশ্চয় গায়ে লেগেছিল দক্ষিণ আমেরিকানদের, বিশেষ করে আর্জেন্টাইনদের। আরও স্পষ্ট করে বললে লিওনেল মেসির। ওই বছরই কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে এমবাপ্পের ফ্রান্সকে হারিয়ে দেয় মেসির আর্জেন্টিনা, দলটি ৩৬ বছর পর পায় গৌরবময় সোনালি ট্রফির ছোঁয়া।
এবার আরেকটি উয়েফা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ ও কোপা আমেরিকা যখন সামনে, তখন আরেকটি বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন এমবাপ্পে। সম্প্রতি তিনি সিএনএনকে বলেছেন, 'বিশ্বকাপ জেতার চেয়ে ইউরো জেতা কঠিন।'
এমবাপ্পে ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপ জিতলেও এখনো ইউরো জিততে পারেননি। শুধু তিনি কেন, ফ্রান্সের বর্তমান প্রজন্মের কারও ইউরো জয়ের অভিজ্ঞতা নেই। দলটি সর্বশেষ মহাদেশীয় শিরোপা জিতেছিল ২০০০ সালে। নিজে যা পারেননি, তা কঠিন লাগারই কথা। এমবাপ্পেরও হয়তো সেটাই মনে হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে বিশ্বকাপ টেনে আনাতেই এমবাপ্পেকে কড়া জবাব দিয়েছেন মেসি।
দুই মৌসুম পিএসজিতে এমবাপ্পের সঙ্গে খেলা আর্জেন্টিনার অধিনায়ক মেসি ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ইউরো অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। কিন্তু সেখানে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে, পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে ও দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়েকে বাদ দিয়ে খেলা হয়। এতগুলো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলকে বাদ দিয়ে খেলার পরেও আপনি বলছেন ইউরো সবচেয়ে কঠিন, তাই না? বিশ্বকাপে সেরা দলগুলোই খেলে। সাধারণত সব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরাই সেখানে থাকে। এ কারণেই সবাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে চায়।'
২০২২ সালে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলকে 'খাটো' করে এমবাপ্পে যে কথা বলেছিলেন, সেটাও ভোলেননি মেসি, 'সে এর আগে এটাও বলেছিল দক্ষিণ আমেরিকার দলগুলো ইউরোপের মতো উচ্চমানের ফুটবল খেলতে পারে না। তাই মানুষ শুধু তাদেরকেই (ইউরোপীয়দের) মূল্য দেয়।'

আফ্রিদি, টাকারকে টপকে আইসিসির মাসসেরা মোতি

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদি ও আয়ারল্যান্ডের লোরকান টাকারকে টপকে আইসিসির মে মাসের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের গুড়াকেশ মোতি। বাঁহাতি এ স্পিনার দ্বিতীয় ক্যারিবীয় ক্রিকেটার, যিনি আইসিসির মাসসেরার স্বীকৃতি পেলেন। এর আগে এ বছরের জানুয়ারির সেরা ছিলেন পেসার শামার জোসেফ। মেয়েদের ক্রিকেটে মে মাসের সেরা হয়েছেন শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু। গত সেপ্টেম্বরেও একই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তিনি।
মাসসেরার লড়াইয়ে আতাপাত্তুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্কটল্যান্ডের ক্যাথরিন ব্রাইস ও ইংল্যান্ডের সোফি একেলেস্টোন।
আজ আইসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
২৯ বছর বয়সী মোতি গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৮ উইকেট নেন, তাঁর দল ওয়েস্ট ইন্ডিজও জেতে ৩-০ ব্যবধানে। চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও দারুণ ছন্দে আছেন মোতি। এরই মধ্যে ১১ গড়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট, গ্রুপ পর্বে এক ম্যাচ হাতে রেখে সুপার এইট নিশ্চিত করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজও।
প্রথমবারের মতো আইসিসির মাসসেরা হওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মোতি বলেছেন, 'এই স্বীকৃতিটা আমার কাছে অনেক কিছু। এমন উৎসাহব্যঞ্জক পুরস্কার পেয়ে আমি খুশি। এই মৌসুমে আমি বেশ পরিশ্রম করেছি, সেটার ফলও পাচ্ছি।'
শ্রীলঙ্কা নারী দলের অলরাউন্ডার আতাপাত্তু মে মাসে চারটি টি-টোয়েন্টিতে ব্যাট হাতে ৩৭.৭৫ গড়ে করেছেন ১৫১ রান, বল হাতে নিয়েছেন ৬ উইকেট।

বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের শঙ্কা: মাঠের বাইরে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ডের 'কথার লড়াই'

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছেও হেরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে পড়ার শঙ্কায় নিউজিল্যান্ড। আগামীকাল সকালে পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে আফগানিস্তান জিতলে অথবা ১ পয়েন্ট পেলেই নিউজিল্যান্ডের বিদায় নিশ্চিত হবে।
অথচ এই নিউজিল্যান্ডই একমাত্র দল হিসেবে সর্বশেষ তিনটি ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ন্যূনতম সেমিফাইনালে খেলেছে। এবারের দলটারও কোনো বিভাগেই ঘাটতি ছিল না। তবু কিউইদের এমন ছন্নছাড়া পারফরম্যান্স কেন, এর সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজছেন বিশ্লেষকেরা।
তবে পাকিস্তানের এক সমর্থক এবারের বিশ্বকাপে কেইন উইলিয়ামসন-ট্রেন্ট বোল্টদের ভরাডুবির একটা কারণ সামনে এনেছেন। আর সেই কথার পাল্টা জবাব দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের এক ক্রিকেটার। বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার শঙ্কায় থাকা দুই দলের এই 'কথার লড়াই'য়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে হাস্যরস।
ইমরান সিদ্দিকী নামের পাকিস্তানি ওই সমর্থকের দাবি, বিশ্বকাপের আগে শীর্ষ সারির ক্রিকেটারদের জাতীয় দলের খেলা বাদ দিয়ে ভারতে আইপিএল খেলতে যাওয়ার কারণেই নিউজিল্যান্ডের বর্তমান অবস্থা। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক উইলিয়ামসনের ১ রানে আউট হয়ে মাঠ ছাড়ার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করে ইমরান সিদ্দিকী লিখেছেন, 'জাতীয় দলের খেলা বাদ দিয়ে টাকার পেছনে ছুটলে এমনই হয়। পাকিস্তান সফরে এসে নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়দের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেওয়ার দারুণ সুযোগ ছিল। কিন্তু তাদের মূল খেলোয়াড়েরা আইপিএল বেছে নিয়েছিল। আর এখন তারা বিশ্বকাপের বাইরে।'
পাকিস্তান সমর্থকের এ ধরনের সমালোচনা ভালো লাগেনি নিউজিল্যান্ডের সাবেক পেসার মিচেল ম্যাকক্লেনাহানের। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১১২ টি উইকেট নেওয়া ম্যাকক্লেনাহান ইমরান সিদ্দিকীর পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন, 'খুব বাজে কথা। তোমরা আমাদের সি দলের কাছে হেরেছ, (এরপর) আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষেও হেরেছ।'
'সি' দল বলতে ম্যাকক্লেনাহান আসলে নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় সারির দলকে বুঝিয়েছেন। ২০২৩ ও ২০২৪–টানা দুই বছর পাকিস্তানে খর্বশক্তির দল পাঠিয়েও টি-টোয়েন্টি সিরিজ ড্র করে ফিরেছে নিউজিল্যান্ড।
শেষের কথাটির মাধ্যমে ম্যাকক্লেনাহান পাকিস্তান সমর্থককে যেন 'নিজের চরকায় তেল দিতে' বলেছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়ে সিরিজ জিতলেও সেখানে প্রথমটি হেরেছিল পাকিস্তান। আর বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের মতো আইসিসির সহযোগী দেশের কাছে সুপার ওভারে হারের ক্ষত তো এখনো শুকায়নি বাবর-আফ্রিদিদের। যেখানে পাকিস্তান নিজেরাই গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ার শঙ্কায় পড়েছে, সেখানে পাকিস্তানেরই এক সমর্থকদের নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে এমন সমালোচনা করা নিশ্চয়ই মানায় না।

ছিল পার্ক, হল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, খেলা শেষে সেটাই আবার পার্ক

আপনজন ডেস্ক: ছিল পার্ক। হয়ে গেল ক্রিকেট স্টেডিয়াম! ছিল ক্রিকেট স্টেডিয়াম। আবার হয়ে যাচ্ছে পার্ক! বলা হচ্ছে, নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের কথা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগেই জানা গিয়েছিল এটি অস্থায়ী স্টেডিয়াম। যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপের পাট চুকে যাওয়ার পর তা সরিয়ে নেওয়া হবে। স্টেডিয়াম সরিয়ে নেওয়া হবে মানে? সেটি কীভাবে সম্ভব! আসলে এটিকে অনেকেই বলছেন, ক্রিকেটের প্রথম 'মডিউলার' স্টেডিয়াম। স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি স্থাপনা, যা চাইলেই স্থানান্তর করা যায়। অর্থাৎ স্থাপনার সংযুক্তিগুলো খুলে ও বুলডোজারের মাধ্যমে ভাঙা অংশগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া সম্ভব। গতকাল ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ শেষে এই কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ভারতের বার্তা সংস্থা এএনআই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, স্টেডিয়ামের পাশে প্রচুর বুলডোজার দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ৩৪ হাজার আসনের এ স্টেডিয়াম ভেঙে ফেলার কার্যক্রম গতকালই শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকবাজ। নিউইয়র্কের ইস্ট মিডো অঞ্চলে আইজেনহাওয়ার পার্কের অংশ হয়েছিল নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়াম। মানে আইজেনহাওয়ার পার্কের একটি অংশে ১০৬ দিনের ব্যবধানে স্টেডিয়াম বানানো হয়েছিল। এখন বিভিন্ন সংযুক্তি খুলে ও কিছু স্থাপনা ভেঙে সেগুলো সরিয়ে নিতে প্রায় ৬ সপ্তাহ মানে ৪২ দিন সময় লাগবে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এ স্টেডিয়ামে ৮টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময়ে সেখানে লোকজনের অবাধ যাতায়াত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। স্টেডিয়ামের স্থাপনাগুলো সরিয়ে নেওয়ার পর আবার সেখানে সাধারণ মানুষ অবাধে যাতায়াত করতে পারবেন। তবে স্টেডিয়াম যেখানে বানানো হয়েছিল, সেই জায়গাটি কর্দমাক্ত, ঘাস ও বালুতে ভরপুর। তবে মাঠের ড্রপ-ইন উইকেটের কী হবে, সে ব্যাপারে এখনো কেউ জানাতে পারেননি। আইসিসির মতে, উইকেটের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ। আইসিসির এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেন, 'তারা চাইলে এটি (উইকেট) নিজেদের তত্ত্বাবধানে রেখে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে।'

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

ওমান: জয়ের সংখ্যা বাড়বে কি

আপনজন ডেস্ক: টেলিভিশনে প্রথমবার ওমানের কোনো ম্যাচ দেখানো হয়েছিল ২০১৫ সালে, বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে। সেই তারাই ২০১৬ সালে বিশ্বকাপ অভিষেকেই ধর্মশালায় চমকে দিয়েছিল আয়ারল্যান্ডকে। পাঁচ বছর পর যখন টি-টোয়েন্টি দেখল আরেকটি বিশ্বকাপ, ঘটনাক্রমে ওমান তখন সহ-আয়োজক! প্রথমবার আয়ারল্যান্ডকে হারালেও প্রথম পর্ব পেরোনো হয়নি, পরের আসরেও একমাত্র জয়টি ছিল পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে। সর্বশেষ আসরে অবশ্য বাছাইপর্বই পেরোতে পারেনি দলটি। এবার এশিয়া থেকে নেপালের সঙ্গে যেটি পেরিয়ে এসেছে। আরও বেশ কিছু সহযোগী দেশের মতো ওমানের ক্রিকেটও মূলত উপমহাদেশ থেকে যাওয়া খেলোয়াড়দের ওপর নির্ভরশীল। এবারের প্রাথমিক দলে যেমন সে দেশে জন্ম নেওয়া কোনো ক্রিকেটারই ছিলেন না, তাঁরা হয় ভারত না হয় পাকিস্তানের।
তবে দলের খেলোয়াড়েরা একসঙ্গে আছেন বেশ কিছুদিন ধরেই। বিশ্বকাপের আগে অবশ্য অধিনায়ক বদলে ফেলা হয়েছে। ২০১৬ সালের বিশ্বকাপ থেকে ওমানকে নেতৃত্ব দিয়ে আসা জিশান মাকসুদের জায়গায় সে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইলিয়াসকে। জিশান অবশ্য দলে আছেন, একাদশেও নিয়মিত হওয়ার কথা। দলে সে অর্থে তরুণ কেউ নেই, সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের বয়সও ২৭ পেরিয়ে গেছে। দলে সবচেয়ে বর্ষীয়ান ৪১ বছর বয়সী অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নাদিম।আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আইসিসির পূর্ণ সদস্যদেশগুলোর বিপক্ষে ওমানের খেলার অভিজ্ঞতা বলতে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। এবার তাদের অভিজ্ঞতা হবে সাবেক দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলারও। আগের দুই আসরে একটি করে জয়, সে সংখ্যাকেও এবার নিশ্চয়ই বাড়াতে চাইবে দলটি।

স্কোয়াড

আকিব ইলিয়াস
অধিনায়ক-ব্যাটসম্যান
জিশান মাকসুদ
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান
কাশ্যপ প্রজাপতি
ব্যাটসম্যান
প্রতীক আঠাবলে
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
আইয়ান খান
অলরাউন্ডার
শোয়েব খান
ব্যাটসম্যান
মোহাম্মদ নাদিম
অলরাউন্ডার
নাসিম খুশি
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
মেহরান খান
ব্যাটসম্যান
বিলাল খান
বাঁহাতি পেসার
রফিউল্লাহ
পেসার
কলিমউল্লাহ
পেসার
ফাইয়াজ বাট
পেসার
শাকিল আহমেদ
বাঁহাতি স্পিনার
খালিদ কাইল
ব্যাটসম্যান

ভারতের দুই 'মাথা'কে তুলে নিলেও বন্ধুর ক্যাচ ফেলে আক্ষেপ সৌরভের

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের 'কাল্ট' হিরো তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের পেসার সৌরভ নেত্রবালকার কী করতে পারেন, কী করছেন, সেটা এখনো ক্রিকেট দুনিয়ার চোখের সামনে। সুপার ওভারে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় এনে দেওয়া সৌরভ কাল ৭ বলের ব্যবধানে আউট করেছেন ভারতের বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে। ক্রিকেট দুনিয়ার সবাই জানেন, এ দুই নামের ওজন কতটা!
সৌরভ কাল অবশ্য তাঁদের ওজন বুঝতে সময় নেননি। প্রথম বলেই আউট করেন কোহলিকে। যা টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে কোহলির প্রথম। আর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এর আগে কখনো তিনি শূন্য রানে আউট হননি। রোহিতকে ফিরিয়েছেন পরের ওভারে।
ভারতীয় ক্রিকেটের দুই 'মাথা'কে তুলে নিয়ে সৌরভ কাল যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ভারতের হারের শঙ্কাই জাগিয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ভারতের সৌরভই মূলত এখন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলছেন, কথাটা এভাবেই বলা যায়। ভারতে জন্ম নেওয়া, ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলা এই ক্রিকেটার ভারতের বিপক্ষে বিশ্বকাপে খেলেছেন। সেই সৌরভ এ নিয়ে বলেছেন, 'আজকের জন্য অনেক রোমাঞ্চিত ছিলাম। আমার জন্য অনেক আবেগময় মুহূর্তও ছিল। কারণ, ২০১০ সালে ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ খেলেছিলাম। কিছু খেলোয়াড়ের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে খেলেছি। নিজ দলের হয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**